ভারত সরকার

বিধি, ন্যায় ও কোম্পানী বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(বিধান বিভাগ)

তামাদি আইন, ১৯৬৩

(১৯৬৩-র ৩৬ নং আইন)

[*১লা এপ্রিল, ২০০৩ তারিখে যথা-বিদ্যমান*]

The Limitation Act, 1963

(Act No. 36 of 1963)

[*As on the 1st April, 2003*]

ভারত সরকারের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও
সরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ)
দ্বারা মুদ্রিত।

২০০৩

তামাদি আইন, ১৯৬৩

(১৯৬৩-র ৩৬ নং আইন)

[১লা এপ্রিল, ২০০৩ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

[৫ই অক্টোবর, ১৯৬৩]

মোকদ্দমাসমূহের ও অন্য কার্যবাহসমূহের তামাদি সংক্রান্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ সংক্রান্ত বিধি একীকরণার্থ ও সংশোধনার্থ আইন।

ভারত সাধারণতন্ত্রের চতুর্দশ বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল ঃ—

ভাগ ১

উপক্রমণিকা

সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন তামাদি আইন, ১৯৬৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন, সেই তারিখে ইহা [১]বলবৎ হইবে।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,—

(ক) "আবেদনকারী" অন্তর্ভুক্ত করে—

(i) কোন দরখাস্তকারীকে ;

(ii) এরূপ কোন ব্যক্তিকে, যাহার নিকট হইতে বা যাহার মাধ্যমে কোন আবেদনকারী তাহার আবেদন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় ;

(iii) এরূপ কোন ব্যক্তিকে, যাহার এস্টেটের প্রতিনিধিত্ব আবেদনকারী নির্বাহক, প্রশাসক বা অন্যবিধ প্রতিনিধি রূপে করে ;

(খ) "আবেদন" দরখাস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে ;

(গ) "বিনিময়পত্র" হুণ্ডি ও চেককে অন্তর্ভুক্ত করে ;

(ঘ) "খত" এরূপ কোন সাধনপত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে যদ্দ্বারা কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করিবার জন্য নিজেকে এই শর্তে/দায়িত্ববদ্ধ করে যে ঐ দায়িত্ব বাতিল হইয়া যাইবে যদি বিনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদিত হয় বা, স্থলবিশেষে, সম্পাদিত না হয় ;

(ঙ) "প্রতিবাদী" অন্তর্ভুক্ত করে—

(i) এরূপ কোন ব্যক্তিকে, যাহার নিকট হইতে বা যাহার মাধ্যমে কোন প্রতিবাদী তৎবিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনীত হইবার দায়িত্ব আহত করে ;

(ii) এরূপ কোন ব্যক্তিকে, যাহার এস্টেটের প্রতিনিধিত্ব প্রতিবাদী নির্বাহক, প্রশাসক বা অন্যবিধ প্রতিনিধি রূপে করে ;

---

[১]১লা জানুয়ারি, ১৯৬৪ ; দ্রষ্টব্য ২৯.১০.১৯৬৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং এস.ও.-৩১১৮, দ্রষ্টব্য ভারতের গেজেটে, ভাগ ২, ধারা ৩(ii), পৃষ্ঠা ৩৯১৮।

(চ) "সুখাধিকার" অন্তর্ভুক্ত করে সংবিদা হইতে উদ্ভূত নহে এরূপ কোন অধিকারকে, যদ্দ্বারা কোন ব্যক্তি, নিজের লাভের জন্য, অন্যের স্বত্বাধীন মৃত্তিকার কোন অংশ অথবা অন্যের ভূমিতে উৎপন্ন বা উহার সহিত সংবদ্ধ, বা উহাতে স্থিত কোন কিছু অপসারণ ও উপযোজন করিতে অধিকারী হয় ;

(ছ) "বিদেশ" বলিতে ভারত ভিন্ন অন্য যেকোন দেশকে বুঝায় ;

(জ) "সরল বিশ্বাস"—কোন কিছুই সরল বিশ্বাসে কৃত হয় বলিয়া গণ্য হইবে না যাহা যথোচিত যত্ন ও মনোযোগ সহকারে কৃত হয় নাই ;

(ঝ) "বাদী" অন্তর্ভুক্ত করে—

(i) এরূপ কোন ব্যক্তিকে, যাহার নিকট হইতে বা যাহার মাধ্যমে কোন বাদী মোকদ্দমা করিবার তদীয় অধিকার প্রাপ্ত হয় ;

(ii) এরূপ কোন ব্যক্তিকে, যাহার এস্টেটের প্রতিনিধিত্ব বাদী নির্বাহক, প্রশাসক বা অন্যবিধ প্রতিনিধিরূপে করে ;

(ঞ) "তামাদীর সময়সীমা" বলিতে কোন মোকদ্দমা, আপীল বা আবেদনের জন্য তফসিল দ্বারা বিহিত তামাদির সময়সীমা বুঝায় এবং "বিহিত সময়সীমা" বলিতে এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে সংগণিত তামাদির সময়সীমা বুঝায় ;

(ট) "বচনপত্র" বলিতে এরূপ কোন সাধনপত্র বুঝায়, যদ্দ্বারা সম্পাদনকারী অন্য একজনকে উহাতে সীমিত কোন সময়ে, অথবা চাহিবামাত্র, অথবা দর্শনমাত্র, কোন বিনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে পূর্ণত বচনবদ্ধ থাকে ;

(ঠ) "মোকদ্দমা" কোন আপীলকে বা কোন আবেদনকে অন্তর্ভুক্ত করে না ;

(ড) "অপকৃত্য" বলিতে এরূপ কোন দেওয়ানী অন্যায় বুঝায় যাহা একান্তভাবে কোন সংবিদা ভঙ্গ বা বিশ্বাসভঙ্গ নহে ;

(ঢ) "ট্র্যাস্টি" কোন বেনামীদারকে, বন্ধকের পরিতুষ্টি হইয়া যাইবার পরেও দখলে থাকিয়া যাওয়া বন্ধকগ্রহীতাকে, অথবা বিনাস্বত্বে অন্যায় দখলে আছে এরূপ কোন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

ভাগ ২

মোকদ্দমা, আপীল এবং আবেদনের তামাদি

তামাদি দ্বারা বারণ।

৩। (১) ৪ হইতে ২৪ (উভয় সমেত) ধারাসমূহের অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলীর অধীনে, বিহিত সময়সীমার পরে দায়েরকৃত প্রত্যেক মোকদ্দমা, কৃত প্রত্যেক আপীল ও প্রত্যেক আবেদন খারিজ করিতে হইবে, যদিও প্রতিরক্ষা হিসাবে তামাদি উত্থাপিত হয় নাই।

(২) এই আইনের প্রয়োজনার্থে,—

(ক) কোন মোকদ্দমা দায়েরকৃত হয়,—

(i) সাধারণক্ষেত্রে তখনই, যখন বাদপত্রটি যথাযথ আধিকারিকের নিকট দাখিল করা হয় ;

(ii) সঙ্গতিহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তখনই, যখন একজন সঙ্গতিহীন ব্যক্তিরূপে মামলা করিবার অনুমতির জন্য তাহার আবেদন কৃত হয় ; এবং

(iii) যে কোম্পানি আদালত কর্তৃক পরিসমাপ্ত হইতেছে সেই কোম্পানির বিরুদ্ধে কোন দাবির ক্ষেত্রে তখনই, যখনই দাবিদার তাহার দাবি সরকারি অবসায়কের নিকট প্রথম প্রেরণ করে।

(খ) মুজরা বা প্রতিদাবি স্বরূপ কোন দাবি একটি পৃথক্ মোকদ্দমা বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং ঐরূপ দাবি—

(i) কোন মুজরার ক্ষেত্রে, ঐ মুজরা যে মোকদ্দমায় অধিকথিত হইয়াছে সেই মোকদ্দমা যে তারিখে দায়ের করা হইয়াছিল সেই একই তারিখে ;

(ii) কোন প্রতিদাবির ক্ষেত্রে, যে তারিখে আদালতে ঐ প্রতিদাবি করা হইয়াছে সেই তারিখে দায়েরকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ;

(গ) কোন হাইকোর্টে সমাবেদনের নোটিস দ্বারা কোন আবেদন তখনই কৃত হয়, যখন ঐ আবেদন ঐ আদালতের যথাযথ আধিকারিকের নিকট দাখিল করা হয়।

বিহিত সময়সীমার অবসান, যখন আদালত বন্ধ থাকে।

৪। যেক্ষেত্রে কোন মোকদ্দমা, আপীল বা আবেদনের জন্য বিহিত সময়সীমা এরূপ কোন দিন অবসিত হয় যখন আদালত বন্ধ থাকে, সেক্ষেত্রে ঐ মোকদ্দমা, আপীল বা আবেদন যে দিন আদালত পুনরায় খোলে সেই দিন দায়েরকৃত বা কৃত হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—কোন আদালত এই ধারার অর্থে কোন দিন বন্ধ বলিয়া গণ্য হইবে যদি সেইদিন উহার স্বাভাবিক কর্মকালের কোনও অংশ বলিয়া উহা বন্ধ থাকে।

১৯০৮-এর ৫।

কোন কোন ক্ষেত্রে বিহিত সময়সীমার প্রসারণ।

৫। যেকোন আপীল বা দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ ২১-এর কোনও বিধানের অধীন কোন আবেদন ব্যতীত অন্য কোন আবেদন বিহিত সময়সীমার পরে গ্রহণ করা যাইতে পারে, যদি আপীলকারী বা আবেদনকারী আদালতের প্রতীতি উৎপন্ন করে যে ঐরূপ সময়সীমার মধ্যে ঐ আপীল না করিবার বা ঐ আবেদন না করিবার পর্যাপ্ত কারণ তাহার ছিল।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার অর্থে এই তথ্য পর্যাপ্ত কারণ হইতে পারে যে, আপীলকারী বা আবেদনকারী বিহিত সময়সীমা বিনিশ্চিত করিতে বা সংগণনা করিতে হাইকোর্টের কোন আদেশ, কার্যপদ্ধতি বা রায় দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়াছিল।

বৈধিক নির্যোগ্যতা।

৬। (১) যেক্ষেত্রে কোন মোকদ্দমা দায়ের করিবার অথবা কোন ডিক্রি নিষ্পাদনের জন্য আবেদন করিবার অধিকারী কোন ব্যক্তি, যে সময় হইতে বিহিত সময়সীমা গণনা করিতে হইবে সেই সময়ে, নাবালক বা উন্মাদ অথবা জড়বুদ্ধি থাকে, সেক্ষেত্রে সে, ঐ নির্যোগ্যতা নিবৃত্ত হইবার পরে সেই একই সময়সীমার মধ্যে ঐ মোকদ্দমা দায়ের করিতে বা ঐ আবেদন করিতে পারিবে, যে সময়সীমা অন্যথা তফসিলের তৃতীয় স্তম্ভে তজ্জন্য বিনির্দিষ্ট সময় হইতে অনুমত হইত।

(২) যেক্ষেত্রে, ঐরূপ ব্যক্তি, যে সময় হইতে সময়সীমা গণনা করিতে হইবে সেই সময়ে, ঐরূপ দুইটি নির্যোগ্যতাগ্রস্ত হয়, অথবা যেক্ষেত্রে তাহার নির্যোগ্যতা নিবৃত্ত হইবার পূর্বেই সে অন্য একটি নির্যোগ্যতাগ্রস্ত হয়, সেক্ষেত্রে সে, উভয় নির্যোগ্যতা নিবৃত্ত হইবার পরে সেই একই সময়সীমার মধ্যে, ঐ মোকদ্দমা দায়ের করিতে বা ঐ আবেদন করিতে পারিবে, যে সময়সীমা অন্যথা ঐরূপে বিনির্দিষ্ট সময় হইতে অনুমত হইত।

(৩) যেক্ষেত্রে নির্যোগ্যতা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত থাকিয়া যায়, সেক্ষেত্রে তাহার বৈধ প্রতিনিধি, ঐ মৃত্যুর পরে সেই একই সময়সীমার মধ্যে, ঐ মোকদ্দমা দায়ের করিতে বা ঐ আবেদন করিতে পারিবে, যে সময়সীমা অন্যথা ঐরূপে বিনির্দিষ্ট সময় হইতে অনুমত হইত।

(৪) যেক্ষেত্রে (৩) উপধারায় উল্লিখিত বৈধ প্রতিনিধি, সে যে ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করে সেই ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখে, ঐরূপ কোনও নির্যোগ্যতাগ্রস্ত হয়, সেক্ষেত্রে (১) ও (২) উপধারার অন্তর্ভুক্ত নিয়মসমূহ প্রযুক্ত হইবে।

(৫) যেক্ষেত্রে নির্যোগ্যতাধীন কোন ব্যক্তি নির্যোগ্যতার নিবৃত্তি হইবার পর কিন্তু এই ধারা অনুযায়ী তাহাকে অনুমত সময়সীমার মধ্যে মারা যায়, সেক্ষেত্রে তাহার বৈধ প্রতিনিধি ঐ মৃত্যুর পরে সেই একই সময়সীমার মধ্যে, ঐ মোকদ্দমা দায়ের করিতে বা ঐ আবেদন করিতে পারিবে, যে সময়সীমা অন্যথা, ঐ ব্যক্তির মৃত্যু না হইলে, তাহার প্রাপ্তিসাধ্য হইত।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার প্রয়োজনার্থে "নাবালক" গর্ভস্থ সন্তানকে অন্তর্ভুক্ত করে।

কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তির নির্যোগ্যতা।

৭। যেক্ষেত্রে যৌথভাবে কোন মোকদ্দমা দায়ের করিবার বা কোন ডিক্রি নিষ্পাদনের জন্য আবেদন করিবার অধিকারী কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি ঐরূপ কোন নির্যোগ্যতার অধীন হয় এবং ঐরূপ ব্যক্তির সহমতি ব্যতিরেকেই কোন বিমুক্তি প্রদান করা যায়, সেক্ষেত্রে তাহাদের সকলের বিরুদ্ধেই সময় চলিতে থাকিবে; কিন্তু যেক্ষেত্রে ঐরূপ কোন বিমুক্তি প্রদান করা না যায়, সেক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের একজন অন্য সকলের সহমতি ব্যতিরেকেই ঐরূপ বিমুক্তি প্রদান করিতে সমর্থ হয় অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ নির্যোগ্যতা নিবৃত্ত হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের কাহারও বিরুদ্ধে সময় চলিতে থাকিবে না।

ব্যাখ্যা ১।—এই ধারা, কোন স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন দায়িতা সমেত, প্রত্যেক প্রকারের দায়িতা হইতে বিমুক্তির প্রতি প্রযুক্ত হয়।

ব্যাখ্যা ২।—এই ধারার প্রয়োজনার্থে, মিতাক্ষরা বিধি দ্বারা শাসিত কোন হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের কর্তা পরিবারের অন্য সদস্যগণের সহমতি ব্যতিরেকেই কোন বিমুক্তি প্রদান করিতে সমর্থ বলিয়া গণ্য হইবে, কেবল যদি সে যৌথ পারিবারিক সম্পত্তির কর্তৃত্বে থাকে।

বিশেষ ব্যতিক্রম-সমূহ।

৮। ৬ ধারার অথবা ৭ ধারার কোন কিছুই অগ্রক্রয়াধিকার বলবৎ করণার্থ মোকদ্দমাসমূহের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না অথবা কোন মোকদ্দমা বা আবেদনের জন্য তামাদির সময়সীমাকে, নির্যোগ্যতার নিবৃত্তি হইতে বা তদ্দ্বারা গ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইতে, তিন বৎসরের অধিক প্রসারিত করে বলিয়া গণ্য হইবে না।

সময়ের অব্যাহত চলন।

৯। যেক্ষেত্রে সময় একবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেক্ষেত্রে কোন মোকদ্দমা দায়ের করিবার বা কোন আবেদন করিবার পক্ষে কোনও পরিবর্তীকালীন নির্যোগ্যতা বা অযোগ্যতা তাহা রুদ্ধ করিতে পারে না ঃ

তবে, যেক্ষেত্রে কোন উত্তমর্ণের এস্টেটের প্রশাসন-পত্র তাহার অধমর্ণকে মঞ্জুর করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে ঋণ আদায় করণার্থ কোন মোকদ্দমার জন্য তামাদির সময়সীমার চলন প্রশাসন চলিতে থাকাকালে নিলম্বিত থাকিবে।

ট্রাস্টীগণ ও তাহাদের প্রতিনিধিগণের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা।

১০। এই আইনে পূর্বগামী বিধানসমূহে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যে ব্যক্তির উপর সম্পত্তি কোন বিনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য ট্রাস্টরূপে বর্তাইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে অথবা তাহার বৈধ প্রতিনিধিগণের বা স্বত্ব-নিয়োগীগণের (যাহারা মূল্যবান প্রতিদানের বিনিময়ে স্বত্ব-নিয়োগী তাহারা নহে) বিরুদ্ধে, তাহার বা তাহাদের হস্তগত ঐ সম্পত্তি বা উহার আগম অনুসরণের উদ্দেশ্যে, অথবা ঐ সম্পত্তির বা উহার আগমের হিসাবের জন্য, কোনও মোকদ্দমা সময়ের কোনও দৈর্ঘ্য দ্বারা বারিত হইবে না।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার প্রয়োজনার্থে, কোনও হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধ ধর্মীয় বা দাতব্য উৎসর্জনের অন্তর্ভূত যেকোন সম্পত্তি কোন বিনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য ট্রাস্টরূপে বর্তানো সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ সম্পত্তির পরিচালক উহার ট্রাস্টী বলিয়া গণ্য হইবে।

যে সকল রাজ্যক্ষেত্রে এই আইন প্রসারিত উহাদের বাহিরে কৃত সংবিদার উপর মোকদ্দমা।

১১। (১) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে যেকোন বিদেশে কৃত সংবিদার উপর, এই আইন যে সকল রাজ্যক্ষেত্রে প্রসারিত আছে, সেই সকল রাজ্যক্ষেত্রে দায়েরকৃত মোকদ্দমা এই আইনের অন্তর্ভূত তামাদি—নিয়মাবলীর অধীন হইবে।

(২) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে বা কোন বিদেশে বলবৎ কোনও তামাদি-নিয়ম ঐ রাজ্যে বা কোন বিদেশে কৃত সংবিদার উপর উক্ত রাজ্যক্ষেত্রসমূহে দায়েরকৃত কোন মোকদ্দমায় কোন প্রতিরক্ষা হইবে না, যদি না—

(ক) ঐ নিয়ম ঐ সংবিদাকে বিলুপ্ত করিয়া থাকে, এবং

(খ) পক্ষগণ ঐরূপ নিয়ম দ্বারা বিহিত সময়সীমা ব্যাপিয়া ঐ রাজ্যে বা ঐ বিদেশে অধিবাসী হইয়া থাকে।

ভাগ ৩

তামাদির সময়সীমার সংগণনা

বৈধিক কার্যবাহে সময়ের পরিবর্জন।

১২। (১) কোন মোকদ্দমা, আপীল বা আবেদনের জন্য তামাদির সময়সীমা সংগণনায় যে দিন হইতে ঐরূপ সময়সীমা গণনা করিতে হইবে সেই দিনটি পরিবর্জিত হইবে।

(২) কোন আপীলের জন্য অথবা আপীল করিবার অনুমতির, বা পুনরীক্ষণের, বা কোন রায়ের পুনর্বিলোকনের নিমিত্ত কোন আবেদনের জন্য তামাদির সময়সীমা সংগণনায়, পরিবাদিত রায় যে দিন প্রদত্ত হইয়াছিল সেই দিন এবং যে ডিক্রি, দণ্ডাদেশ বা আদেশ হইতে আপীল করা হইয়াছে বা যাহার পুনরীক্ষণ বা পুনর্বিলোকন প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহার একটি প্রতিলিপি পাইবার জন্য যে সময় আবশ্যক সেই সময় পরিবর্জিত হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন ডিক্রি বা আদেশ হইতে আপীল করা হয় অথবা উহার পুনরীক্ষণ বা পুনর্বিলোকন প্রার্থনা করা হয়, অথবা যেক্ষেত্রে কোন ডিক্রি বা আদেশ হইতে আপীল করিবার অনুমতির জন্য কোন আবেদন করা হয়, সেক্ষেত্রে [১]* * * * সেই রায়ের একটি প্রতিলিপি পাইবার জন্য যে সময় আবশ্যক সেই সময় পরিবর্জিত হইবে।

---

[১] ১৯৯৯-এর ৪৬ আইন দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(৪) কোন রোয়েদাদ বাতিল করণার্থ আবেদনের জন্য তামাদির সময়সীমা সংগণনায়, ঐ রোয়েদাদের একটি প্রতিলিপি পাইবার জন্য যে সময় আবশ্যক সেই সময় পরিবর্জিত হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারা অনুযায়ী কোন ডিক্রি বা আদেশের প্রতিলিপি পাইবার জন্য যে সময় আবশ্যক সেই সময় সংগণনায়, ঐ ডিক্রি বা আদেশের একটি প্রতিলিপির জন্য আবেদন কৃত হইবার পূর্বে আদালত ঐ ডিক্রি বা আদেশ প্রস্তুত করিতে যে সময় লইয়াছেন, সেই সময় পরিবর্জিত হইবে না।

সঙ্গতিহীন ব্যক্তিরূপে মোকদ্দমা বা আপীল করিবার অনুমতির জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে, সময়ের পরিবর্জন।

১৩। যেক্ষেত্রে সঙ্গতিহীন ব্যক্তিরূপে মোকদ্দমা বা আপীল করিবার অনুমতির জন্য কোন আবেদন কৃত হইয়াছে ও অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে, সেক্ষেত্রে কোন মোকদ্দমা বা আপীলের জন্য বিহিত তামাদির সময়সীমা সংগণনায়, যে সময় ব্যাপিয়া আবেদনকারী ঐরূপ অনুমতির জন্য তাহার আবেদন সরল বিশ্বাসে অগ্রসারিত করিয়াছিল, সেই সময় পরিবর্জিত হইবে, এবং আদালত, ঐরূপ মোকদ্দমা বা আপীলের জন্য বিহিত কোর্ট-ফি প্রদত্ত হইলে, ঐ মোকদ্দমা বা আপীলের সেই একই বল ও কার্যকারিতা আছে বলিয়া ধরিতে পারেন, যেন প্রারম্ভিক পর্যায়েই কোর্ট-ফি প্রদত্ত হইয়াছিল।

ক্ষেত্রাধিকারহীন আদালতে সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্যবাহের সময়ের পরিবর্জন।

১৪। (১) কোন মোকদ্দমার জন্য তামাদির সময়সীমা সংগণনায়, বাদী যে সময় ব্যাপিয়া প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে যথাযথ অধ্যবসায় সহ অন্য একটি দেওয়ানী কার্যবাহ, হয় কোন প্রারম্ভিক আদালতে অথবা কোন আপীল বা পুনরীক্ষণ আদালতে, অগ্রসারিত করিতেছিল, সেই সময় সেক্ষেত্রে পরিবর্জিত হইবে যেক্ষেত্রে ঐ কার্যবাহ একই বিচার্য বিষয় সম্পর্কিত হয় এবং সরল বিশ্বাসে এরূপ কোন আদালতে অগ্রসারিত হয়, যে আদালত, ক্ষেত্রাধিকারগত ত্রুটির কারণে বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য কোন কারণে উহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ।

(২) কোন আবেদনের জন্য তামাদির সময়সীমা সংগণনায়, আবেদনকারী যে সময় ব্যাপিয়া একই পক্ষের বিরুদ্ধে একই প্রতিকারের জন্য যথোচিত অধ্যবসায় সহ অন্য একটি দেওয়ানী কার্যবাহ, হয় কোন প্রারম্ভিক আদালতে অথবা কোন আপীল বা পুনরীক্ষণ আদালতে, অগ্রসারিত করিতেছিল, সেই সময় সেক্ষেত্রে পরিবর্জিত হইবে যেক্ষেত্রে ঐ কার্যবাহ সরল বিশ্বাসে এরূপ কোন আদালতে অগ্রসারিত হয়, যে আদালত, ক্ষেত্রাধিকারগত ত্রুটির কারণে বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য কোন কারণে, উহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ।

১৯০৮-এর ৫।

(৩) দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ ২৩-এর নিয়ম ২-এ যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, (১) উপধারার বিধানসমূহ আদালত কর্তৃক ঐ আদেশের নিয়ম ১ অনুযায়ী মঞ্জুরকৃত অনুমতিক্রমে দায়েরকৃত কোন নতুন মোকদ্দমা সম্পর্কে সেক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে, যেক্ষেত্রে ঐরূপ অনুমতি এই হেতুতে মঞ্জুর করা হয় যে প্রারম্ভিক মোকদ্দমাটি আদালতে ক্ষেত্রাধিকারগত ত্রুটির কারণে বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য কোন কারণে অবশ্যই ব্যর্থ হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার প্রয়োজনার্থে,—

(ক) যে সময় ব্যাপিয়া কোন পূর্ববর্তী দেওয়ানী কার্যবাহ অপেক্ষ ছিল সেই সময়ের পরিবর্জনের, যে দিন ঐ কার্যবাহ দায়ের হইয়াছিল ও যে দিন উহা সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই উভয় দিনই গণনা করিতে হইবে ;

(খ) কোন বাদী বা কোন আবেদনকারী, যেকোন আপীল প্রতিরোধ করে সে, একটি কার্যবাহ অগ্রসারিত করিতেছে বলিয়া গণ্য হইবে ;

(গ) পক্ষগণের বা বাদ হেতুর অপসংযোজন ক্ষেত্রাধিকারগত ত্রুটির অনুরূপ প্রকৃতির কোন কারণ বলিয়া গণ্য হইবে।

অন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে সময়ের পরিবর্জন।

১৫। (১) যে মোকদ্দমার দায়েরকরণ বা যে ডিক্রি নিষ্পাদন আসেধাজ্ঞা বা আদেশ দ্বারা স্থগিত করা হইয়াছে, সেরূপ কোন মোকদ্দমার বা ডিক্রি নিষ্পাদনার্থ আবেদনের জন্য তামাদির সময়সীমা সংগণনায়, ঐ আসেধাজ্ঞা বা আদেশ চালু থাকাকালীন সময়, ও যেদিন উহা জারি করা হইয়াছিল বা প্রদত্ত হইয়াছিল সেই দিন এবং যেদিন উহা প্রত্যাহৃত হইয়াছিল সেই দিন পরিবর্জিত হইবে।

(২) তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধির অনুজ্ঞা অনুসারে যে মোকদ্দমাটির নোটিস প্রদান করা হইয়াছে, অথবা যে মোকদ্দমার জন্য সরকারের বা অন্য কোন প্রাধিকারের পূর্ব সম্মতি বা মঞ্জুরি আবশ্যক হয়, সেরূপ কোন মোকদ্দমার জন্য তামাদির সময়সীমা সংগণনায়, ঐরূপ নোটিসের সময়সীমা অথবা, স্থলবিশেষে, ঐরূপ সম্মতি বা মঞ্জুরি প্রাপ্তির জন্য আবশ্যক সময় পরিবর্জিত হইবে।

ব্যাখ্যা।—সরকার বা অন্য কোন প্রাধিকারের সম্মতি বা মঞ্জুরি প্রাপ্তির জন্য আবশ্যক সময় পরিবর্জনে, ঐ সম্মতি বা মঞ্জুরি প্রাপ্তির জন্য যে তারিখে ঐ আবেদন কৃত হইয়াছিল সেই তারিখ এবং সরকারের বা অন্য প্রাধিকারের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ, এই উভয় তারিখই গণনাভুক্ত করিতে হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তিকে দেউলিয়া বলিয়া ন্যায়-নির্ণিত করণার্থ কার্যবাহে নিযুক্ত কোন রিসিভার বা অন্তর্বর্তীকালীন রিসিভার কর্তৃক অথবা কোন কোম্পানি পরিসমাপনার্থ কার্যবাহে নিযুক্ত কোন আবসায়ক বা সাময়িক আবসায়ক কর্তৃক কোন মোকদ্দমার বা ডিক্রি নিষ্পাদনার্থ আবেদনের জন্য তামাদির সময়সীমা সংগণনায়, ঐরূপ কার্যবাহ দায়ের কৃত হইবার তারিখে আরম্ভ এবং ঐরূপ রিসিভারের বা, স্থলবিশেষে, আবসায়কের নিযুক্তির তারিখ হইতে তিন মাসের অবসানে সমাপ্য সময়সীমা পরিবর্জিত হইবে।

(৪) কোন ডিক্রির নিষ্পাদনে কোন বিক্রয়ের কোন ক্রেতা কর্তৃক দখলের কোন মোকদ্দমার জন্য তামাদির সময়সীমা সংগণনায়, ঐ বিক্রয় রদ করণার্থ কোন কার্যবাহ যে সময় ব্যাপিয়া অগ্রসারিত হইয়াছে, সেই সময় পরিবর্জিত হইবে।

(৫) কোন মোকদ্দমার জন্য তামাদির সময়সীমা সংগণনায়, যে সময় ব্যাপিয়া প্রতিবাদী ভারতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনাধীন ভারতে বহিঃস্থ রাজ্যক্ষেত্রসমূহে অনুপস্থিত ছিল, সেই সময় পরিবর্জিত হইবে।

মোকদ্দমা করিবার অধিকার উদ্ভূত হইবার পরে বা পূর্বে মৃত্যুর প্রভাব।

১৬। (১) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি, সে জীবিত থাকিলে, যাহার কোন মোকদ্দমা দায়ের করিবার বা কোন আবেদন করিবার অধিকার থাকিত, সেই অধিকার উদ্ভূত হইবার পূর্বে মারা যায়, অথবা যেক্ষেত্রে কোন মোকদ্দমা দায়ের করিবার বা কোন আবেদন করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরই কেবল উদ্ভূত হয়, সেক্ষেত্রে তামাদির সময়সীমা সেই সময় হইতে সংগণনা করিতে হইবে যে সময় মৃত ব্যক্তির এরূপ কোন বৈধ প্রতিনিধি থাকে যে ঐরূপ মোকদ্দমা দায়ের করিতে বা ঐরূপ আবেদন করিতে সমর্থ।

(২) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি, সে জীবিত থাকিলে, যাহার বিরুদ্ধে, কোন মোকদ্দমা দায়ের করিবার বা কোন আবেদন করিবার অধিকার উদ্ভূত হইত, ঐ অধিকার উদ্ভূত হইবার পূর্বে মারা যায়, অথবা যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা দায়ের করিবার বা কোন আবেদন করিবার অধিকার ঐরূপ ব্যক্তির মৃত্যুর পর উদ্ভূত হয়, সেক্ষেত্রে তামাদির সময়সীমা সেই সময় হইতে সংগণনা করিতে হইবে যে সময় মৃত ব্যক্তির এরূপ কোন বৈধ প্রতিনিধি থাকে যাহার বিরুদ্ধে বাদী ঐরূপ মোকদ্দমা দায়ের করিতে বা ঐরূপ আবেদন করিতে পারে।

(৩) (১) উপধারা বা (২) উপধারার কোন কিছুই অগ্রক্রয়াধিকার বলবৎ করণার্থ মোকদ্দমাসমূহের প্রতি অথবা স্থাবর সম্পত্তি বা কোন বংশানুক্রমিক পদ দখলার্থ মোকদ্দমাসমূহের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না।

প্রতারণা বা ভ্রমের ফল।

১৭। (১) যেক্ষেত্রে, এরূপ কোনও মোকদ্দমা বা আবেদনের ক্ষেত্রে, যাহার জন্য তামাদির সময়সীমা এই আইন দ্বারা বিহিত আছে,—

(ক) ঐ মোকদ্দমা বা আবেদন প্রতিবাদীর বা উত্তরবাদী বা তাহার এজেন্টের প্রতারণার উপর ভিত্তি করিয়া হয় ; অথবা

(খ) যে অধিকার বা স্বত্বের উপর মোকদ্দমা বা আবেদন প্রতিষ্ঠিত তৎসম্পর্কিত জ্ঞান যথাপূর্বোক্ত ঐরূপ কোন ব্যক্তির প্রতারণার দ্বারা গোপন রাখা হয় ; অথবা

(গ) ঐ মোকদ্দমা বা আবেদন কোন ভ্রমের পরিণামসমূহ হইতে প্রতিকার প্রাপ্তির জন্য হয়; অথবা

(ঘ) যেক্ষেত্রে বাদী বা আবেদনকারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কোন দস্তাবেজ তাহার নিকট হইতে প্রতারণাপূর্বক লুকাইয়া রাখা হইয়াছে ;

সেক্ষেত্রে, তামাদির সময়সীমা ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে আরম্ভ করিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাদী বা আবেদনকারী ঐ প্রতারণা বা ভ্রম উদ্‌ঘাটন করিবে বা, যুক্তিসঙ্গত অধ্যবসায় সহ, উহা উদঘাটন করিতে পারিবে, অথবা কোন লুকান দস্তাবেজের ক্ষেত্রে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাদী বা আবেদনকারী ঐ লুক্কায়িত দস্তাবেজ উপস্থাপিত করিবার বা উহার উপস্থাপন বাধ্য করিবার উপায় প্রথমে পাইবে ঃ

তবে, এই ধারায় কোন কিছুই, এরূপ কোন সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য বা উহার বিরুদ্ধে কোন প্রভাব বলবৎ করিবার জন্য বা উহাকে প্রভাবিত করে এরূপ কোন সংব্যবহার বাতিল করিবার জন্য কোন মোকদ্দমা দায়ের করার বা আবেদন করার সামর্থ প্রদান করিবে না, যে সম্পত্তি—

(i) প্রতারণার ক্ষেত্রে, এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক মূল্যবান প্রতিদানে ক্রীত হইয়াছে, যে ঐ প্রতারণায় কোন পক্ষ ছিল না এবং ক্রয় করিবার সময়ে জানিত না বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল না, যে কোন প্রতারণা সংঘটিত করা হইয়াছে, অথবা

(ii) ভ্রমের ক্ষেত্রে, যে সংব্যবহারে ঐ ভ্রম কৃত হইয়াছিল সেই সংব্যবহারের পরবর্তীকালে, মূলবান প্রতিদানে ঐরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক ক্রীত হইয়াছে যে জানিত না বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল না যে ঐ ভ্রম কৃত হইয়াছে, অথবা

(iii) কোন লুকান দস্তাবেজের ক্ষেত্রে, এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক মূল্যবান প্রতিদানে ক্রীত হইয়াছে, যে ঐ লুকানোর কোন পক্ষ ছিল না এবং ঐ ক্রয় করিবার সময়ে জানিত না বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল না যে ঐ দস্তাবেদ লুকান হইয়াছে।

(২) যেক্ষেত্রে কোন নির্ণীত-অধমর্ণ তামাদির সময়সীমার মধ্যে কোন ডিক্রি বা আদেশের নিষ্পাদন, প্রতারণা বা বল দ্বারা, প্রতিরোধ করিয়াছে, সেক্ষেত্রে আদালত, উক্ত সময়সীমার অবসানের পরে নির্ণীত-উত্তমর্ণ কর্তৃক কৃত আবেদনক্রমে ঐ ডিক্রি বা আদেশের সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারেন ঃ

তবে, ঐরূপ আবেদন ঐ প্রতারণা উদ্‌ঘাটিত হইবার বা, স্থলবিশেষে, ঐ বলের নিবৃত্তি হইবার তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে।

লিখিত অভিস্বীকৃতির ফল।

১৮। (১) যেক্ষেত্রে, কোন সম্পত্তি বা অধিকার সম্পর্কিত কোন মোকদ্দমা বা আবেদনের জন্য বিহিত সময়সীমার অবসানের পূর্বে, যে পক্ষের বিরুদ্ধে ঐ সম্পত্তি বা অধিকার দাবি করা হয় সেই পক্ষ কর্তৃক, অথবা যে ব্যক্তির মাধ্যমে সে তাহার স্বত্ব বা দায়িতা আহরণ করিয়াছে সেই ব্যক্তি কর্তৃক, স্বাক্ষরিত ঐ সম্পত্তি বা অধিকার সম্পর্কিত দায়িতার কোন অভিস্বীকৃতি লিখিতভাবে কৃত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে যে সময়ে ঐ অভিস্বীকৃতি ঐরূপে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল সেই সময় হইতে একটি নতুন তামাদির সময়সীমা সংগণনা করিতে হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে অভিস্বীকৃতি অন্তর্ভূত লিখনটি তারিখবিহীন হয়, সেক্ষেত্রে যে সময়ে উহা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তৎসম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করা যাইতে পারে ; কিন্তু ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর বিধানসমূহের অধীনে, উহার অন্তর্বস্তু সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না।

১৮৭২-এর ১।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার প্রয়োজনার্থে,—

(ক) কোন অভিস্বীকৃতি পর্যাপ্ত হইতে পারে, যদিও উহা সম্পত্তির বা অধিকারের সঠিক প্রকৃতি বিনির্দিষ্ট না করে অথবা প্রকথন করে যে অর্থপ্রদান, অর্পণ, সম্পাদন বা উপভোগের সময় এখনও আসে নাই অথবা উহা অর্থপ্রদান, অর্পণ, বা সম্পাদন করিবার বা উপভোগ করিতে দিবার অস্বীকৃতি সহ কৃত হয় অথবা কোন মুজরার দাবির সহিত সংযোজিত করিয়া দেওয়া হয় অথবা যে ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি বা অধিকারের হকদার সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি উদ্দিষ্ট হয়,

(খ) "স্বাক্ষরিত" শব্দটি বলিতে নিজের দ্বারা বা এতৎপক্ষে যথাযথভাবে প্রধিকৃত এজেন্ট দ্বারা স্বাক্ষরিত বুঝায়, এবং

(গ) কোন ডিক্রি বা আদেশ নিষ্পাদনার্থ কোন আবেদন কোন সম্পত্তি বা অধিকার সম্পর্কে আবেদন বলিয়া গণ্য হইবে না।

ঋণ বাবদ বা উত্তরদায়ের উপর সুদ বাবদ অর্থপ্রদানের ফল।

১৯। যেক্ষেত্রে কোন ঋণ বাবদ বা কোন উত্তরদায়ের উপর সুদ বাবদ অর্থপ্রদান ঐ ঋণ পরিশোধের বা উত্তরদায় প্রদানের জন্য দায়িতাধীন ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার এতৎপক্ষে যথাযথভাবে প্রাধিকৃত এজেন্ট কর্তৃক বিহিত সময়সীমা অবসানের পূর্বে কৃত হয়, সেক্ষেত্রে যে সময়ে ঐ অর্থপ্রদান কৃত হইয়াছিল সেই সময় হইতে একটি নতুন তামাদির সময়সীমা সংগণনা করিতে হইবে ঃ

তবে যদি, ঐ অর্থপ্রদানের অভিস্বীকৃতি, ১৯২৮-এর জানুয়ারী মাসের ১লা তারিখের পূর্বে কৃত সুদ বাবদ অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রে ভিন্ন, অর্থপ্রদানকারী ব্যক্তির হস্তলিপিতে বা তৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত কোন লিখনে করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার প্রয়োজনার্থে,—

(ক) যেক্ষেত্রে বন্ধকাবদ্ধ ভূমি বন্ধকগ্রহীতার দখলে থাকে, সেক্ষেত্রে ঐরূপ ভূমির খাজনা বা উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাপ্তি অর্থপ্রদান বলিয়া গণ্য হইবে ;

(খ) "ঋণ" কোন আদালতের ডিক্রি বা আদেশ অনুযায়ী প্রদেয় অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক অভিস্বীকৃতির বা অর্থপ্রদানের ফল।

২০। (১) ১৮ ও ১৯ ধারাদ্বয়ে "এতৎপক্ষে যথাযথভাবে প্রাধিকৃত এজেন্ট" এই কথাটি, কোন নির্যোগ্যতাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাহার বিধিসম্মত অভিভাবক, কমিটি বা পরিচালককে অথবা অভিস্বীকৃতি স্বাক্ষর করিতে বা অর্থপ্রদান করিতে ঐরূপ অভিভাবক, কমিটি বা পরিচালক কর্তৃক যথাযথভাবে প্রাধিকৃত এজেন্টকে অন্তর্ভুক্ত করে।

(২) উক্ত ধারাদ্বয়ের কোন কিছুই কতিপয় সংযুক্ত সংবিদাকারী, অংশীদার, নিষ্পাদক বা বন্ধকগ্রহীতাসমূহের মধ্য হইতে কোনও একজনকে, কেবল তাহাদের মধ্য হইতে অন্য এক বা একাধিক জন কর্তৃক অথবা তাহার বা তাহাদের এজেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোন অভিস্বীকৃতির বা কৃত কোন অর্থপ্রদানের কারণে মাত্র, প্রভার্য করে না।

(৩) উক্ত ধারাদ্বয়ের প্রয়োজনার্থে,—

(ক) সম্পত্তির যে সীমিত মালিক হিন্দু বিধিদ্বারা শাসিত, তৎকর্তৃক বা তাহার যথাযথভাবে প্রাধিকৃত এজেন্ট কর্তৃক কোন দায়িতা সম্পর্কে স্বাক্ষরিত কোন অভিস্বীকৃতি বা কৃত কোন অর্থপ্রদান, ঐরূপ দায়িতার উত্তরাধিকার প্রাপক কোন প্রতিবর্তন-ভোগীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ অভিস্বীকৃতি বা, স্থলবিশেষে, অর্থপ্রদান হইবে ; এবং

(খ) যেক্ষেত্রে কোন হিন্দু অবিভক্ত পরিবার কর্তৃক বা তৎপক্ষে ঐরূপ পরিবার হিসাবে, কোন দায়িতা পরিগৃহীত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে ঐ পরিবারের তৎকালীন কর্তা কর্তৃক অথবা তাহার যথাযথভাবে প্রাধিকৃত এজেন্ট কর্তৃক কৃত কোন অভিস্বীকৃতি বা অর্থপ্রদান সমগ্র পরিবারের পক্ষে কৃত হইয়াছে বলয়া গণ্য হইবে।

নতুন বাদী বা প্রতিবাদীকে প্রতিস্থাপিত বা সংযোজিত করিবার ফল।

২১। (১) যেক্ষেত্রে কোন মোকদ্দমা দায়েরকরণের পরে, কোন নতুন বাদী বা প্রতিবাদী প্রতিস্থাপিত বা সংযোজিত হয়, সেক্ষেত্রে ঐ মোকদ্দমা, যতদূর তাহার সম্পর্কে, তখনই দায়েরকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যখন তাহাকে ঐরূপে পক্ষ করা হইয়াছিল ঃ

তবে, যেক্ষেত্রে আদালতের প্রতীতি হয় যে, কোন নতুন বাদী বা প্রতিবাদীকে অন্তর্ভুক্ত করার অকৃতি কোন সরল বিশ্বাসে কৃত ভ্রমের বশে ঘটিয়াছে, সেক্ষেত্রে আদালত নির্দেশ দিতে পারেন যে ঐ মোকদ্দমা, যতদূর ঐ বাদী বা প্রতিবাদীর সম্পর্কে, কোন পূর্ববর্তী তারিখে দায়েরকৃত হইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) (১) উপধারার কোন কিছুই এরূপ কোন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না যেক্ষেত্রে কোন মোকদ্দমা অপেক্ষা থাকা কালে কোন স্বার্থের স্বত্ব-নিয়োগ বা প্রতিসংক্রমের দরুন কোন পক্ষ সংযোজিত বা প্রতিস্থাপিত হয় অথবা যেক্ষেত্রে কোন বাদীকে প্রতিবাদী বা কোন প্রতিবাদীকে বাদী করা হয়।

অবিরামী ভঙ্গ ও অপকৃত্য।

২২। কোন অবিরামী সংবিদা ভঙ্গের ক্ষেত্রে অথবা কোন অবিরামী অপকৃত্যের ক্ষেত্রে, যে সময় ব্যাপিয়া ঐ ভঙ্গ বা, স্থলবিশেষে, ঐ অপকৃত্য অবিরামী থাকে সেই সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তেই একটি নতুন তামাদির সময়সীমা চলতে আরম্ভ করিবে।

বিশেষ লোকসান না হইলে বাদযোগ্য হয় না এরূপ কার্যের দরুণ ক্ষতিপূরণার্থ মোকদ্দমা।

২৩। যে কার্য হইতে বিনির্দিষ্ট কোন হানি প্রকৃতপক্ষে সাধিত না হইলে উহা কোন বাদ-হেতু উদ্ভূত করে না, সেরূপ কোন কার্যের দরুন ক্ষতিপূরণার্থ মোকদ্দমার ক্ষেত্রে তামাদির সময়সীমা ঐ হানি সাধিত হওয়ার সময় হইতে সংগণনা করিতে হইবে।

সাধনপত্রসমূহে উল্লিখিত সময়ের সংগণনা।

২৪। এই আইনের প্রয়োজনার্থে সকল সাধনপত্র গ্রেগরীয় পঞ্জীর উল্লেখে কৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

ভাগ ৪

দখলের দ্বারা মালিকানা অর্জন

দীর্ঘ ভোগদখল দ্বারা সুখাধিকার অর্জন।

২৫। (১) যেক্ষেত্রে কোন ভবনের উপভোগের সহিত ঐ ভবনে ও ভবনের জন্য আলো বা বায়ুর অভিগমন ও ব্যবহার কোন সুখাধিকাররূপে ও অধিকারমূলে ও অব্যাহতভাবে এবং কুড়ি বৎসর ধরিয়া শান্তিপূর্ণভাবে উপভুক্ত হইয়াছে এবং যেক্ষেত্রে কোন পথ বা জলপ্রণালী অথবা কোন জলের ব্যবহার বা অন্য কোন সুখাধিকার (সদর্থক বা নঞর্থক যাহাই হউক) উহাতে স্বত্বদাবিকারী কোন ব্যক্তি কর্তৃক সুখাধিকাররূপে ও অধিকারমূলে ও অব্যাহতভাবে এবং কুড়ি বৎসর ধরিয়া শান্তিপূর্ণভাবে ও প্রকাশ্যে উপভুক্ত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে আলো বা বায়ু ঐরূপ অভিগমন ও ব্যবহারের অথবা ঐ পথের, জলপ্রণালীর, জল ব্যবহারের বা অন্য সুখাধিকারের অধিকার অবারিত ও অপরাজেয় হইবে।

(২) উক্ত কুড়ি বৎসর সময়সীমাসমূহের প্রত্যেকটিকে এরূপ একটি সময়সীমা বলিয়া ধরিতে হইবে যাহা, ঐরূপ সময়সীমার সহিত যে দাবির সম্বন্ধ সেই দাবি যে মোকদ্দমায় প্রতিবাদিত হয় সেই মোকদ্দমা দায়েরকরণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই বৎসরের মধ্যে সমাপ্ত হয়।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন সম্পত্তি, যাহার উপর (১) উপধারা অনুযায়ী কোন অধিকার দাবি করা হয় তাহা, সরকারের সম্পত্তি হয়, সেক্ষেত্রে ঐ উপধারা এইভাবে পঠিত হইবে যেন "কুড়ি বৎসর"—এই শব্দসমূহের স্থলে "ত্রিশ বৎসর"—এই শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা।—কোন কিছুই এই ধারার অর্থে ব্যাহত নহে যদি না দাবিদার ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির কার্যের দ্বারা কোন বাধার কারণে দখলে বা উপভোগে কোন বাস্তবিক বিচ্ছিন্নতা ঘটে, এবং যদি না ঐ বাধা সম্পর্কে, এবং যে ব্যক্তি উহা সৃষ্টি করে বা উহার সৃষ্ট হওয়া প্রাধিকৃত করে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, দাবিদারের অবগতির পরে এক বৎসর ব্যাপিয়া ঐ বাধা মানিয়া লওয়া হয় বা উহার প্রতি মৌনস্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সুখাধিকারাধীন সম্পত্তির প্রতিবর্তন ভোগীর অনুকূলে পরিবর্জন।

২৬। যেক্ষেত্রে কোন ভূমি বা জল যাহাতে, যাহার উপরে বা যাহা হইতে কোন সুখাধিকার উপভুক্ত বা উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা কোন আজীবন স্বার্থের অধীনে বা বলে ধৃত রহিয়াছে অথবা এরূপ মেয়াদ ব্যাপিয়া ধৃত রহিয়াছে, যাহা ঐরূপ স্বত্ব প্রদান করিবার সময় হইতে তিন বৎসরের অধিক হয়, সেক্ষেত্রে কুড়ি বৎসর সময়সীমার সংগণনায় ঐরূপ স্বার্থ বা মেয়াদ চলিতে থাকাকালীন ঐ সুখাধিকার যে সময়ের জন্য উপভুক্ত হইয়াছে সেই সময় পরিবর্জিত হইবে, যদি সেই দাবি ঐরূপ স্বার্থ বা মেয়াদ পর্যবসানের অব্যবহিত পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে, যে ঐরূপ পর্যবসানের পরে ঐ ভূমিতে বা জলে অধিকারী সেই ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিরুদ্ধ হয়।

সম্পত্তিতে অধিকার বিলোপ।

২৭। কোনও ব্যক্তিকে যে সময়সীমা কোন সম্পত্তি দখলার্থ মোকদ্দমা দায়ের করিবার জন্য এতদ্দ্বারা সীমিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই সময়সীমা পর্যবসিত হইলে ঐ সম্পত্তিতে তাহার অধিকার বিলুপ্ত হইবে।

ভাগ ৫

বিবিধ

২৮। [নিরসন]—নিরসন ও সংশোধন আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর ৫৬)-এর ২ ধারা ও ১ তফসিল দ্বারা নিরসিত।

ব্যাবৃত্তি।

১৮৭২-এর ৯।

২৯। (১) এই আইনের কোন কিছুই ভারতীয় সংবিদা আইন, ১৮৭২-এর ২৫ ধারাকে প্রভাবিত করিবে না।

(২) যেক্ষেত্রে কোন বিশেষ বা স্থানীয় বিধি কোন মোকদ্দমা, আপীল বা আবেদনের জন্য এরূপ কোন সময়সীমা বিহিত করে যাহা তফসিল দ্বারা বিহিত সময়সীমা হইতে ভিন্ন, সেক্ষেত্রে ৩ ধারার বিধানসমূহ এইভাবে প্রযুক্ত হইবে যেন ঐরূপ সময়সীমা তফসিল দ্বারা বিহিত সময়সীমাই ছিল এবং কোন মোকদ্দমা, আপীল বা আবেদনের জন্য কোন বিশেষ বা স্থানীয় বিধি দ্বারা বিহিত কোন তামাদির সময়সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, ৪ হইতে ২৪ (উভয় সমেত) ধারার অন্তর্ভূত বিধানসমূহ ততদূর ও সেই পর্যন্ত প্রযুক্ত হইবে, যতদুর ও যে পর্যন্ত উহারা ঐরূপ বিশেষ বা স্থানীয় বিধি দ্বারা ব্যক্তরূপে পরিবর্জিত হয় নাই।

(৩) বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে তৎসময়ে বলবৎ কোনও বিধিতে যেরূপ অন্যথা ব্যবস্থিত থাকে সেরূপ ভিন্ন, এই আইনের কোন কিছুই ঐরূপ কোন বিধি অনুযায়ী কোনও মোকদ্দমায় বা অন্য কার্যধারায় প্রযুক্ত হইবে না।

(৪) ২৫ ও ২৬ ধারা এবং ২ ধারায় প্রদত্ত "সুখাধিকার"-এর সংজ্ঞার্থ, সেই রাজ্যক্ষেত্রসমূহে উদ্ভূত মামলাসমূহে প্রযুক্ত হইবে না যেখানে ভারতীয় সুখাধিকার আইন, ১৮৮২ তৎসময়ে প্রসারিত হইতে পারে। ১৮৮২-র ৫।

যে মোকদ্দমা ইত্যাদির জন্য বিহিত সময়সীমা ভারতীয় তামাদি আইন, ১৯০৮ দ্বারা বিহিত সময়সীমা অপেক্ষা কম, তৎসমূহের জন্য বিধান।

৩০। এই আইনে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও,—

(ক) কোনও মোকদ্দমা যাহার জন্য তামাদির সময়সীমা ভারতীয় তামাদি আইন, ১৯০৮ দ্বারা বিহিত (১৯০৮-এর ৯) তামাদির সময়সীমা অপেক্ষা কম, তাহা এই আইনের প্রারম্ভের অব্যবহিত পরবর্তী [১][সাত বৎসরের] সময়সীমা অথবা ঐরূপ মোকদ্দমার জন্য ভারতীয় তামাদি আইন, ১৯০৮ দ্বারা বিহিত সময়সীমা, এতদুভয়ের মধ্যে যে সময়সীমা অগ্রে অবসিত হয় সেই সময়সীমার মধ্যে দায়ের করা যাইতে পারে ঃ

[১][তবে, যদি ঐরূপ কোন মোকদ্দমা সম্পর্কে উক্ত সাত বৎসরের সময়সীমা ভারতীয় তামাদি আইন, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৯) অনুযায়ী তজ্জন্য বিহিত তামাদির সময়সীমার অগ্রেই অবসিত হয় এবং উক্ত সাত বৎসরের সময়সীমা ও ঐরূপ মোকদ্দমা সম্পর্কে ভারতীয় তামাদি আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী তামাদির (১৯০৮-এর ৯) সময়সীমার যে পরিমাণ এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বেই অবসিত হইয়াছে সেই পরিমাণ একত্রে এই আইন অনুযায়ী ঐরূপ মোকদ্দমার জন্য বিহিত সময়সীমা অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে, ঐ মোকদ্দমা এই আইন অনুযায়ী তজ্জন্য বিহিত তামাদির সময়সীমার মধ্যে দায়ের করা যাইতে পারে ;]

(খ) কোনও আপীল বা আবেদন যাহার জন্য তামাদির সময়সীমা ভারতীয় তামাদি আইন, ১৯০৮ দ্বারা বিহিত তামাদির (১৯০৮-এর ৯) সময়সীমা অপেক্ষা কম, তাহা এই আইনের প্রারম্ভের অব্যবহিত পরবর্তী নব্বই দিনের সময়সীমা অথবা ঐরূপ আপীল বা আবেদনের জন্য ভারতীয় তামাদি আইন, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৯) দ্বারা বিহিত সময়সীমা, এতদুভয়ের মধ্যে যে সময়সীমা, অগ্রে অবসিত হয় সেই সময়সীমার মধ্যে করা যাইবে।

বারিত বা অপেক্ষ্য মোকদ্দমা সম্পর্কিত বিধান, ইত্যাদি।

৩১। এই আইনের কোন কিছুই—

(ক) এরূপ কোনও মোকদ্দমা দায়ের করিবার অথবা এরূপ কোনও আপীল বা আবেদন করিবার সামর্থ্য দিবে না যে মোকদ্দমা, আপীল বা আবেদনের জন্য ভারতীয় তামাদি আইন, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৯) দ্বারা যে সময়সীমা বিহিত, তাহা এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বেই অবসিত হইয়া গিয়াছে, অথবা

(খ) ঐরূপ প্রারম্ভের পূর্বে দায়েরকৃত বা কৃত এবং ঐরূপ প্রারম্ভের সময়ে অপেক্ষ্য কোনও মোকদ্দমা, আপীল বা আবেদনকে প্রভাবিত করিবে না।

৩২। [নিরসন]—নিরসন ও সংশোধন আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর ৫৬)-এর ২ ধারা ও ১ তফসিল দ্বারা নিরসিত।

---

[১]১৯৬৯-এর ১০ আইন, ২ ধারা দ্বারা "পাঁচ বৎসর"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত (অতীত হইতে বলবৎ)।

[২]ঐ একই আইন, ১৯৬৯, একই ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

(তফসিল)

তামাদির সময়সীমা

[২(এঃ) ও ৩ ধারা দ্রষ্টব্য]

প্রথম বিভাগ—মোকদ্দমা

মোকদ্দমার বর্ণনা	তামাদির সময়সীমা	যে সময় হইতে সময়সীমা চলিতে আরম্ভ করে
ভাগ ১—হিসাব সম্পর্কিত মোকদ্দমা		
১। কোন পারস্পরিক, খোলা ও চলতি হিসাব বাবত প্রাপ্য বাকীর জন্য, যেক্ষেত্রে পক্ষগণের মধ্যে ব্যতিকারী দাবি করা হইয়াছে।	তিন বৎসর	যে বৎসরে স্বীকৃত বা প্রমাণিত অন্তিম দফাটি হিসাবে প্রবিষ্ট হয় সেই বৎসরের অন্তে, সেই বৎসর, হিসাবে যেরূপ আছে সেরূপ, সংগণিত হইবে।
২। ফ্যাক্টরের বিরুদ্ধে কোন হিসাবের জন্য।	তিন বৎসর	যখন, এজেন্সি চলা কালে, হিসাব দাখিলকৃত ও প্রত্যাখ্যাত হয় অথবা যেক্ষেত্রে ঐরূপ দাবি না করা হয় সেক্ষেত্রে, যখন ঐ এজেন্সির অবসান হয়।
৩। প্রিন্সিপাল কর্তৃক তাহার এজেন্টের বিরুদ্ধে সেই অস্থাবর সম্পত্তির জন্য যাহা ঐ এজেন্ট প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু যাহার হিসাব দেওয়া হয় নাই।	তিন বৎসর	যখন, এজেন্সি চলা কালে, হিসাব দাবিকৃত ও প্রত্যাখ্যাত হয় অথবা, যেক্ষেত্রে ঐরূপ দাবি না করা হয় সেক্ষেত্রে, যখন ঐ এজেন্সির অবসান হয়।
৪। প্রিন্সিপাল কর্তৃক এজেন্টের বিরুদ্ধে অবহেলা বা অসদাচরণের জন্য আনীত অন্যান্য মোকদ্দমা।	তিন বৎসর	যখন ঐ অবহেলা বা অসদাচরণ বাদীর জ্ঞানগোচর হয়।
৫। কোন ভঙ্গ অংশীদারির হিসাব ও লাভাংশের শেয়ারের জন্য।	তিন বৎসর	ভঙ্গের তারিখ।
ভাগ ২—সংবিদা সম্পর্কিত মোকদ্দমা		
৬। কোন পোতকর্মীর মজুরির জন্য।	তিন বৎসর	যে জলযাত্রায় ঐ মজুরী উপার্জিত হয় সেই জলযাত্রার সমাপ্তি।
৭। অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে মজুরির জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ উপার্জিত মজুরি প্রাপ্য হয়।
৮। কোন হোটেল, পানশালা বা বাসা-বাড়ির রক্ষক কর্তৃক বিক্রীত খাদ্য বা পানীয়ের দামের জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ খাদ্য বা পানীয় অর্পিত হয়।
৯। বাস গ্রহণের দামের জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ দাম প্রদেয় হয়।
১০। কোন বাহকের বিরুদ্ধে মাল হারাইবার বা উহার হানি করিবার কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ হারাইয়া যাওয়া বা হানি ঘটে।

মোকদ্দমার বর্ণনা	তামাদির সময়সীমা	যে সময় হইতে সময়সীমা চলিতে আরম্ভ করে
১১। কোন বাহকের বিরুদ্ধে মাল অনর্পণের বা অর্পণে বিলম্বকরণের কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ মাল অর্পিত হওয়া উচিত।
১২। পশু, যান, নৌকা বা গৃহ আসবাবপত্রের ভাড়ার জন্য।	তিন বৎসর	যখন ভাড়া প্রদেয় হয়।
১৩। অর্পিতব্য মালের মূল্য প্রদানে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থের বাকীর জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ মাল অর্পিত হওয়া উচিত।
১৪। বিক্রীত ও অর্পিত মালের দামের জন্য, যেক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট কর্জ-কাল চুক্তিবদ্ধ হয় নাই।	তিন বৎসর	ঐ মাল অর্পণের তারিখ।
১৫। যে বিক্রীত ও অর্পিত মালের দামের জন্য যাহা নির্দিষ্ট কর্জ-কালের অবসানের পর প্রদেয় হইবে।	তিন বৎসর	যখন কর্জ-কাল অবসিত হয়।
১৬। বিক্রীত ও অর্পিত মালের দামের জন্য, যাহা কোন বিনিময় পত্রের দ্বারা প্রদেয় হইবে কিন্তু ঐরূপ কোন বিনিময় পত্র দেওয়া না হয়।	তিন বৎসর	যখন প্রস্তাবিত বিনিময়পত্রের সময়সীমা অতিবাহিত হইয়া যায়।
১৭। বাদী কর্তৃক প্রতিবাদীর নিকট বিক্রীত বৃক্ষ বা উৎপদ্যমান শস্যের দামের জন্য, যেক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট কর্জ-কাল চুক্তিবদ্ধ হয় নাই।	তিন বৎসর	বিক্রয়ের তারিখ।
১৮। প্রতিবাদীর অনুরোধক্রমে বাদী কর্তৃক প্রতিবাদীর জন্য কৃত কোন কাজের দামের জন্য, যেক্ষেত্রে অর্থপ্রদানের জন্য কোনও সময় নির্দিষ্ট করা হয় নাই।	তিন বৎসর	যখন ঐ কাজ করিয়া দেওয়া হয়।
১৯। যে অর্থ ঋণ দেওয়া হইয়াছে তদ্‌বাবত প্রদেয় অর্থের জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ ঋণ দেওয়া হয়।
২০। অনুরূপ মোকদ্দমা, যখন ঋণদাতা অর্থের জন্য চেক্ দিয়াছে।	তিন বৎসর	যখন ঐ চেক্ প্রদান করা হয়।
২১। চাহিবামাত্র প্রদেয় হইবে এরূপ কোন চুক্তি অনুযায়ী যে অর্থ ঋণ দেওয়া হইয়াছে সেই অর্থের জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ ঋণ দেওয়া হয়।
২২। চাহিবামাত্র প্রদেয় হইবে এরূপ কোন চুক্তি অনুযায়ী জমা প্রদত্ত অর্থের জন্য, যাহাতে ব্যাঙ্কারের হস্তস্থিত ঐরূপে প্রদেয় গ্রাহকের অর্থ অন্তর্ভুক্ত হইবে।	তিন বৎসর	যখন চাওয়া হয়।
২৩। প্রতিবাদীর নিমিত্ত প্রদত্ত অর্থ বাবত বাদীকে প্রদেয় অর্থের জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ অর্থ প্রদত্ত হয়।
২৪। বাদীর ব্যবহারের জন্য প্রতিবাদী যে অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্‌বাবত বাদীকে প্রতিবাদী কর্তৃক প্রদেয় অর্থের জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ অর্থের প্রাপ্তি হয়।

মোকদ্দমার বর্ণনা	তামাদির সময়সীমা	যে সময় হইতে সময়সীমা চলিতে আরম্ভ করে
২৫। প্রতিবাদীর নিকট হইতে বাদীর প্রাপ্য অর্থের সুদ বাবত প্রদেয় অর্থের জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ সুদ প্রাপ্য হয়।
২৬। বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে বিবৃত হিসাবের ভিত্তিতে যে অর্থ প্রতিবাদীর নিকট হইতে বাদীর প্রাপ্য বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, সেই অর্থ বাবত বাদীকে প্রদেয় অর্থের জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ হিসাব প্রতিবাদী কর্তৃক বা তাহার এতৎপক্ষে প্রাধিকৃত এজেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখনে বিবৃত হয়, যদি না ক্ষেত্রটি এরূপ হয় যে সেই ঋণ পূর্বোক্তরূপে স্বাক্ষরিত লিখনে সমকালিক কোন চুক্তি দ্বারা কোন ভবিষ্যত সময়ে প্রদেয় করা হয়, এবং যখন ঐ সময় উপস্থিত হয়।
২৭। কোন বিনির্দিষ্ট সময়ে, অথবা বিনির্দিষ্ট কোন আকস্মিকতা ঘটিলে, কোন কিছু করিবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ বিনির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হয় বা আকস্মিকতা ঘটে।
২৮। কোন একক খতের উপর, যেক্ষেত্রে অর্থপ্রদানের জন্য দিন বিনির্দিষ্ট থাকে।	তিন বৎসর	ঐরূপে বিনির্দিষ্ট দিন।
২৯। কোন একক খতের উপর, যেক্ষেত্রে ঐরূপ দিন বিনির্দিষ্ট নাই।	তিন বৎসর	ঐ খত নিষ্পাদনের তারিখ।
৩০। কোন শর্তাধীন খতের উপর।	তিন বৎসর	যখন শর্ত ভঙ্গ করা হয়।
৩১। কোন বিনিময়পত্র বা প্রত্যর্থপত্রের উপর, যাহা তারিখের পরে কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রদেয়।	তিন বৎসর	যখন ঐ বিনিময়পত্র বা প্রত্যর্থপত্র শোধ্য হয়।
৩২। কোন বিনিময়পত্রের উপর, যাহা দর্শনমাত্র বা দর্শনান্তে কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সময়ে নহে, প্রদেয়।	তিন বৎসর	যখন ঐ বিনিময়পত্র প্রস্থাপিত হয়।
৩৩। কোন বিনিময়পত্রের উপর যাহা কোন বিশেষ স্থানে প্রদেয় রূপে প্রতিগৃহীত।	তিন বৎসর	ঐ স্থানে যখন বিনিময়পত্র প্রস্থাপিত হয়।
৩৪। কোন বিনিময়পত্র বা প্রত্যর্থপত্রের উপর যাহা দর্শনান্তে বা চাহিবার পর কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রদেয়।	তিন বৎসর	যখন ঐ নির্দিষ্ট সময় অবসিত হয়।
৩৫। কোন বিনিময়পত্র বা প্রত্যর্থপত্রের উপর, যাহা চাহিবামাত্র প্রদেয় এবং যাহা মোকদ্দমা করিবার অধিকার প্রতিহত বা মুলতবি করে এরূপ লিখন সমেত নহে।	তিন বৎসর	ঐ বিনিময়পত্র বা প্রত্যর্থপত্রের তারিখ।
৩৬। কোন প্রত্যর্থপত্র বা খতের উপর যাহা কিস্তিতে প্রদেয়।	তিন বৎসর	অর্থ প্রদানের প্রথম মেয়াদের অবসানে, প্রদেয় অংশ সম্পর্কে সেই মেয়াদের অবসান; এবং অন্যান্য অংশ সম্পর্কে, অর্থ প্রদানের ক্রমিক মেয়াদের অবসান।
৩৭। কোন প্রত্যর্থপত্র বা খতের উপর যাহা কিস্তিতে প্রদেয় এবং যাহাতে এরূপ ব্যবস্থা থাকে যে যদি এক বা একাধিক কিস্তি প্রদানে ব্যত্যয় ঘটে, তাহা হইলে সমগ্র শোধ্য হইবে।	তিন বৎসর	যখন ব্যত্যয় ঘটে, যদি না ক্ষেত্রটি এরূপ হয় যে প্রাপক বা ব্যাধ্যতাকারী ঐ ব্যবস্থার সুবিধা অধিত্যাগ করে এবং তখন এরূপ কোন নতুন ব্যত্যয় যখন ঘটে যৎসম্পর্কে ঐরূপ কোন অধিত্যাজন কৃত হয় নাই।

মোকদ্দমার বর্ণনা	তামাদির সময়সীমা	যে সময় হইতে সময়সীমা চলিতে আরম্ভ করে
৩৮। কোন প্রত্যর্থপত্রের উপর, যাহা বিশেষ কোন ঘটনা ঘটিলে পর প্রাপকের নিকট অর্পনার্থ রচয়িতা কর্তৃক কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইয়াছে।	তিন বৎসর	প্রাপকের নিকট অর্পণের তারিখ।
৩৯। কোন অনাদৃত বিদেশী বিনিময়পত্রের উপর, যৎসম্পর্কে প্রতিবাদ কৃত হইয়াছে ও নোটিস প্রদত্ত হইয়াছে।	তিন বৎসর	যখন নোটিস প্রদত্ত হয়।
৪০। সেরূপ কোন বিনিময়পত্রে প্রাপক কর্তৃক লেখকের বিরুদ্ধে, যাহা অপ্রতিগ্রহণের দ্বারা অনাদৃত হইয়াছে।	তিন বৎসর	প্রতিগ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইবার তারিখ।
৪১। কোন সৌকর্যপত্রের প্রতিগ্রহীতা কর্তৃক লেখকের বিরুদ্ধে।	তিন বৎসর	যখন প্রতিগ্রহীতা ঐ পত্রের অর্থ প্রদান করে।
৪২। প্রতিভূ কর্তৃক মূল অধমর্ণের বিরুদ্ধে।	তিন বৎসর	যখন প্রতিভূ উত্তমর্ণকে অর্থ প্রদান করে।
৪৩। প্রতিভূ কর্তৃক কোন সহ-প্রতিভূর বিরুদ্ধে।	তিন বৎসর	যখন প্রতিভূ তাহার নিজ অংশের অধিক কোন অর্থ প্রদান করে।
৪৪। (ক) কোন বীমা পলিসির উপর, যেক্ষেত্রে বীমাকৃত অর্থাঙ্ক, মৃত্যুর প্রমাণ বীমাকারককে প্রদত্ত বা বীমাকারক কর্তৃক প্রাপ্ত হইবার পর প্রদেয় হয়।	তিন বৎসর	প্রয়াত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ, অথবা যেক্ষেত্রে ঐ পলিসির উপর দাবি, সমগ্রতঃ বা অংশতঃ, অস্বীকৃত হয়, সেক্ষেত্রে ঐরূপ অস্বীকৃতির তারিখ।
(খ) কোন বীমা পলিসির উপর যেক্ষেত্রে বীমাকৃত অর্থাঙ্ক, ক্ষতির প্রমাণ বীমাকারককে প্রদত্ত বা বীমাকারক কর্তৃক প্রাপ্ত হইবার পর, প্রদেয় হয়।	তিন বৎসর	সেই ঘটনার তারিখ যাহা ঐ ক্ষতি ঘটাইয়াছে, অথবা যেক্ষেত্রে ঐ পলিসির উপর দাবি, সমগ্রতঃ বা অংশতঃ, অস্বীকৃত হয়, সেক্ষেত্রে ঐরূপ অস্বীকৃতির তারিখ।
৪৫। বীমাকৃত ব্যক্তিকর্তৃক সেই প্রিমিয়ামসমূহ পুনরুদ্ধার করিবার জন্য যাহা বীমাকারকের নির্বাচনমত বাতিলযোগ্য কোন বীমা পলিসি অনুযায়ী প্রদত্ত হইয়াছে।	তিন বৎসর	যখন বীমাকারক ঐ বীমা পলিসি বাতিল করিতে নির্বাচন করে।
৪৬। ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ (১৯২৫-এর ৩৯)-এর ৩৬০ ধারা বা ৩৬১ ধারা অনুযায়ী যে ব্যক্তিকে কোন নিষ্পাদক বা প্রশাসক কোন উত্তরদায় প্রদান করিয়াছে বা এস্টেট বণ্টন করিয়াছে, সেই ব্যক্তি দ্বারা উহার প্রত্যর্পণ বাধ্য করিবার জন্য।	তিন বৎসর	প্রদানের বা বণ্টনের তারিখ।
৪৭। এরূপ কোন বিদ্যমান প্রতিদানের উপর প্রদত্ত অর্থের জন্য, যাহা পরবর্তীকালে বিফল হয়।	তিন বৎসর	বিফলতার তারিখ।
৪৮। অংশ প্রদানের জন্য—এরূপ কোন পক্ষ কর্তৃক যেকোন যৌথ ডিক্রি অনুযায়ী দেয় সমগ্র অর্থ বা তদীয় অংশের অধিক প্রদান করিয়াছে, অথবা কোন যৌথ এস্টেটের এরূপ কোন অংশীধারী কর্তৃক যে তাহার নিজের ও তাহার সহ-অংশীধারিগণের নিকট হইতে প্রাপ্য রাজস্ব বাবদ সমগ্র অর্থ বা তদীয় অংশের অধিক প্রদান করিয়াছে।	তিন বৎসর	বাদীর নিজ অংশের অধিক অর্থ প্রদানের তারিখ।

মোকদ্দমার বর্ণনা	তামাদির সময়সীমা	যে সময় হইতে সময়সীমা চলিতে আরম্ভ করে
৪৯। কোন সহ-ট্রাস্টী কর্তৃক কোন প্রয়াত ট্রাস্টীর এস্টেটের বিরুদ্ধে কোন অংশ প্রদানের দাবি বলবৎ করিবার জন্য।	তিন বৎসর	যখন অংশ প্রদানের অধিকার উদ্ভূত হয়।
৫০। কোন অবিভক্ত পরিবারের যৌথ এস্টেটের কর্তা কর্তৃক ঐ এস্টেট বাবদ তৎকর্তৃক কৃত অর্থপ্রদান সম্পর্কে, অংশ প্রদানের জন্য।	তিন বৎসর	অর্থ প্রদানের তারিখ।
৫১। বাদীর স্থাবর সম্পত্তির যে লাভ প্রতিবাদী অন্যায়ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে সেই লাভের জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ লাভের প্রাপ্তি ঘটে।
৫২। বকেয়া খাজনার জন্য।	তিন বৎসর	যখন বকেয়া প্রাপ্য হয়।
৫৩। কোন স্থাবর সম্পত্তির বিক্রেতা কর্তৃক অপ্রদত্ত ক্রয়—অর্থের ব্যক্তিগত প্রদানের জন্য।	তিন বৎসর	বিক্রয় সম্পূর্ণ করিবার জন্য নির্দিষ্ট সময়, অথবা (যেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ করিবার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পরে স্বত্ব প্রতিগৃহীত হয় সেক্ষেত্রে) প্রতিগ্রহণের তারিখ।
৫৪। কোন সংবিদার যথা নির্দিষ্ট পালনের জন্য।	তিন বৎসর	পালনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ অথবা, যদি এরূপ কোন তারিখ নির্দিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে, যখন বাদী অবগত হয় যে পালন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।
৫৫। বিশেষভাবে অত্র ব্যবস্থিত হয় নাই এরূপ কোন ব্যক্ত বা বিবক্ষিত সংবিদা ভঙ্গজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য।	তিন বৎসর	যখন সংবিদা ভঙ্গ হয় অথবা (যেক্ষেত্রে আনুক্রমিক ভঙ্গসমূহ ঘটে সেক্ষেত্রে) যে ভঙ্গ সম্পর্কে মোকদ্দমাটি দায়ের হয় সেই ভঙ্গ যখন ঘটে, অথবা (যেক্ষেত্রে অবিরামী ভঙ্গ ঘটে সেক্ষেত্রে) যখন উহার বিরতি হয়।
ভাগ ৩—ঘোষণা সম্পর্কিত মোকদ্দমা		
৫৬। কোন নির্গমিত বা রেজিস্ট্রিকৃত সাধনপত্রের জালিয়াতি ঘোষণা করিবার জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ নির্গম বা রেজিস্ট্রিকরণ বাদীর জ্ঞানগোচর হয়।
৫৭। কোন অতিকথিত দত্তক গ্রহণ যে অসিদ্ধ, অথবা উহা যে বস্তুত, কখনও ঘটে নাই এই ঘোষণা প্রাপ্ত হইবার জন্য।	তিন বৎসর	যখন অভিকথিত দত্তকগ্রহণ বাদীর জ্ঞানগোচর হয়।
৫৮। অন্য কোন ঘোষণা প্রাপ্ত হইবার জন্য।	তিন বৎসর	যখন মোকদ্দমা করিবার অধিকার প্রথম উদ্ভূত হয়।
ভাগ ৪—ডিক্রি ও সাধনপত্র সম্পর্কিত মোকদ্দমা		
৫৯। কোন সাধনপত্র বা ডিক্রি নাকচ বা রদ করিবার জন্য অথবা কোন সংবিদা প্রত্যাহরণের জন্য।	তিন বৎসর	যে তথ্যসমূহ বাদীকে ঐ সাধনপত্র বা ডিক্রি নাকচ বা রদ করিয়া লইতে অথবা ঐ সংবিদা প্রত্যাহরণ করিয়া লইতে অধিকারী করে, সেই তথ্যসমূহ যখন প্রথম তাহার জ্ঞানগোচর হয়।
৬০। কোন প্রতিপাল্যের অভিভাবক কর্তৃক কৃত কোন সম্পত্তির হস্তান্তর রদ করিবার জন্য—		
(ক) সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ প্রতিপাল্য কর্তৃক ;	তিন বৎসর	যখন প্রতিপাল্য সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়।
(খ) প্রতিপাল্যের বৈধ প্রতিনিধি কর্তৃক—		
(i) যখন প্রতিপাল্য সাবালকত্ব প্রাপ্তির তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে মারা যায়,	তিন বৎসর	যখন প্রতিপাল্য সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়।
(ii) যখন প্রতিপাল্য সাবালকত্ব প্রাপ্তির পূর্বেই মারা যায়।	তিন বৎসর	যখন প্রতিপাল্য মারা যায়।

মোকদ্দমার বর্ণনা	আরম্ভের সময়সীমা	যে সময় হইতে সময়সীমা চলিতে আরম্ভ করে

ভাগ ৫—স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত মোকদ্দমা

৬১। কোন বন্ধকদাতা কর্তৃক—		
(ক) বন্ধকাবদ্ধ স্থাবর সম্পত্তির বিমোচনের বা উহার দখল পুনরুদ্ধারের জন্য ;	ত্রিশ বৎসর	যখন বিমোচনের বা দখল পুনরুদ্ধারের অধিকার উদ্ভূত হয়।
(খ) বন্ধকাবদ্ধ ও পরবর্তীকালে বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক কোন মূল্যবান প্রতিদানের জন্য হস্তান্তরিত স্থাবর সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারের জন্য ;	বার বৎসর	যখন ঐ হস্তান্তর বাদীর জ্ঞানগোচর হয়।
(গ) বন্ধক পরিতুষ্ট করিবার পর বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত সংগ্রহসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য।	তিন বৎসর	যখন বন্ধকদাতা বন্ধকাবদ্ধ সম্পত্তিতে পুনঃপ্রবেশ করে।
৬২। বন্ধক দ্বারা প্রতিভূত বা স্থাবর সম্পত্তির উপর অন্যথা প্রভারিত অর্থের প্রদান বলবৎ করিবার জন্য।	বার বৎসর	যে অর্থের জন্য মোকদ্দমা করা হইয়াছে সেই অর্থ যখন প্রাপ্য হয়।
৬৩। কোন বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃকঃ—		
(ক) পূর্ববন্ধের জন্য,	ত্রিশ বৎসর	যখন বন্ধক দ্বারা প্রতিভূত অর্থ প্রাপ্য হয়।
(খ) বন্ধকাবদ্ধ স্থাবর সম্পত্তির দখলের জন্য।	বার বৎসর	যখন বন্ধকগ্রহীতা দখলের অধিকারী হয়।
৬৪। পূর্ব দখলের ভিত্তিতে, কিন্তু স্বত্বের ভিত্তিতে নহে, স্থাবর সম্পত্তির দখলের জন্য, যখন বাদী ঐ সম্পত্তি দখলে রাখাকালে দখলচ্যুত হইয়াছে।	বার বৎসর	দখলচ্যুত হইবার তারিখ।
৬৫। স্বত্বের ভিত্তিতে স্থাবর সম্পত্তি বা উহাতে কোন স্বার্থ দখলের জন্য।	বার বৎসর	যখন প্রতিবাদীর দখল বাদীর প্রতিকূল হয়।
ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে প্রয়োজনার্থে—		
(ক) যেক্ষেত্রে মোকদ্দমা কোন অবশেষভোগী, (কোন ভূস্বামী ভিন্ন) কোন প্রতিবর্তনভোগী, অথবা কোন উইলীদায়গ্রহীতা কর্তৃক আনীত হয়, সেক্ষেত্রে প্রতিবাদী কর্তৃক দখল কেবল তখনই প্রতিকূল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যখন অবশেষভোগীর অথবা, স্থলবিশেষে, প্রতিবর্তনভোগীর বা উইলীদায়গ্রহীতার এস্টেটে দখলের অধিকার আসে ;		
(খ) যেক্ষেত্রে মোকদ্দমা কোন হিন্দু বা মুসলমান স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে স্থাবর সম্পত্তি দখলের অধিকারী কোন হিন্দু বা মুসলমান কর্তৃক আনীত হয়, সেক্ষেত্রে প্রতিবাদীর দখল কেবল তখনই প্রতিকূল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যখন ঐ স্ত্রীলোক মারা যায়;		
(গ) যেক্ষেত্রে মোকদ্দমা কোন ডিক্রির নিষ্পাদনে কৃত কোন বিক্রয়ে ক্রেতা কর্তৃক আনীত হয় যখন ঐ বিক্রয়ের তারিখে নির্ণীত-অধমর্ণ দখলে ছিল না সেক্ষেত্রে ক্রেতা যে নির্ণীত অধমর্ণ দখলে ছিল না তাহার প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবে।		

মোকদ্দমার বর্ণনা	তামাদির সময়সীমা	যে সময় হইতে সময়সীমা চলিতে আরম্ভ করে
৬৬। স্থাবর সম্পত্তি দখলের জন্য, যখন বাদী কোন বাজেয়াপ্তির বা শর্তভঙ্গের কারণে দখলের অধিকারী হইয়াছে।	বার বৎসর	যখন বাজেয়াপ্তি উপগত করা হয় বা শর্ত ভঙ্গ করা হয়।
৬৭। কোন ভূস্বামী কর্তৃক কোন প্রজার নিকট হইতে দখল পুনরুদ্ধারের জন্য।	বার বৎসর	যখন প্রজাস্বত্ব পর্যবসিত হয়।
ভাগ ৬—অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত মোকদ্দমা		
৬৮। কোন যথানির্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি যাহা হারাইয়া গিয়াছে অথবা চুরি বা অসাধু আত্মসাৎ বা রূপান্তরণ দ্বারা অর্জিত হইয়াছে, তাহার জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার অধিকারী ব্যক্তি প্রথম জানিতে পারে উহা কাহার দখলে আছে।
৬৯। অন্য যথানির্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তির জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গৃহীত হয়।
৭০। যে অস্থাবর সম্পত্তি জামানত বা আধিরাখা হইয়াছে তাহা জামানত গ্রহীতা বা আধিগ্রহীতার নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য।	তিন বৎসর	দাবির পর অস্বীকৃতি তারিখ।
৭১। যে অস্থাবর সম্পত্তি যাহা জামানত বা আধিরাখা হইয়াছে এবং পরবর্তীকালে জামানত-গ্রহীতা বা আধিগ্রহীতার নিকট হইতে মূল্যবান প্রতিদানের বিনিময়ে ক্রীত হইয়াছে, তাহা পুনরুদ্ধার করিবার জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ বিক্রয় বাদীর জ্ঞানগোচর হয়।
ভাগ ৭—অপকৃত্য সম্পর্কিত মোকদ্দমা		
৭২। এই আইন যে রাজ্যক্ষেত্রসমূহে প্রসারিত তথায় তৎসময়ে বলবৎ কোন অধিনিয়ম অনুসারী বলিয়া অভিকথিত কোন কার্য করিবার বা করিতে অকৃতি করিবার নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের জন্য।	এক বৎসর	যখন ঐ কার্য বা অকৃতি ঘটে।
৭৩। মিথ্যা কারাবাসের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের জন্য।	এক বৎসর	যখন ঐ কারাবাস সমাপ্ত হয়।
৭৪। কোন বিদ্বেষপূর্ণ অভিযুক্তির নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের জন্য।	এক বৎসর	যখন বাদী দোষমুক্ত হয় বা ঐ অভিযুক্তির অন্যথা অবসান হয়।
৭৫। অপবাদ লিখনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের জন্য।	এক বৎসর	যখন ঐ অপবাদ লিখন প্রকাশিত হয়।
৭৬। অপবাদ বচনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের জন্য।	এক বৎসর	যখন ঐ শব্দসমূহ কথিত হয় অথবা, ঐ শব্দসমূহ স্বয়ং অভিযোগ্য না হইলে, যখন সেই নালিশ-কৃত বিশেষ লোকসান ঘটে।
৭৭। বাদীর ভৃত্য বা কন্যাকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যাইবার ফলে বাদীর যে সেবার হানি ঘটে তন্নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের জন্য।	এক বৎসর	যখন ঐ হানি ঘটে।
৭৮। বাদীর সহিত কৃত সংবিদা ভঙ্গ করিতে কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত করিবার নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের জন্য।	এক বৎসর	ঐ ভঙ্গের তারিখ।
৭৯। কোন অবৈধ, অনিয়মিত বা অত্যধিক আসঞ্জনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের জন্য।	এক বৎসর	ঐ আসঞ্জনের তারিখ।
৮০। বৈধ পরোয়ানার অধীন অস্থাবর সম্পত্তির অন্যায় অভিগ্রহণের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের জন্য।	এক বৎসর	অভিগ্রহণের তারিখ।

মোকদ্দমার বর্ণনা	আমাদির সময়সীমা	যে সময় হইতে সময়সীমা চলিতে আরম্ভ করে
৮১। বৈধ প্রতিনিধি-মোকদ্দমা আইন, ১৮৫৫ (১৮৫৫-র ১২) অনুযায়ী নিষ্পাদক, প্রশাসক বা প্রতিনিধি কর্তৃক।	এক বৎসর	যে ব্যক্তির প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে তাহার মৃত্যুর তারিখ।
৮২। ভারতীয় প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা আইন, ১৮৫৫ (১৮৫৫-র ১৩) অনুযায়ী নিষ্পাদক, প্রশাসক বা প্রতিনিধি কর্তৃক।	দুই বৎসর	নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ।
৮৩। বৈধ প্রতিনিধি-মোকদ্দমা আইন, ১৮৫৫ (১৮৫৫-র ১২) অনুযায়ী কোন নিষ্পাদক, কোন প্রশাসক বা অন্য কোন প্রতিনিধির বিরুদ্ধে।	দুই বৎসর	যখন নালিস-কৃত অন্যায় কৃত হয়।
৮৪। এরূপ কাহারও বিরুদ্ধে যে, কোন বিনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহের জন্য সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকারী হইয়া ঐ সম্পত্তি অন্য উদ্দেশ্যে অপব্যবহার করে।	দুই বৎসর	যখন ঐ অপব্যবহার তদ্দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রথম জ্ঞানগোচর হয়।
৮৫। কোন পথ বা জলপ্রণালীতে বাধা দিবার কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য।	তিন বৎসর	বাধা দিবার তারিখ।
৮৬। কোন জলপ্রণালীর গতিপথ ঘুরাইয়া দিবার কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য।	তিন বৎসর	ঐ গতিপথ ঘুরাইয়া দিবার তারিখ।
৮৭। স্থাবর সম্পত্তির উপর অনধিকার প্রবেশের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের জন্য।	তিন বৎসর	ঐ অনধিকার প্রবেশের তারিখ।
৮৮। লেখ-স্বত্ব অথবা অন্য কোন একাধিকৃত বিশেষাধিকার লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত ক্ষতি-পূরণের জন্য।	তিন বৎসর	ঐ লঙ্ঘনের তারিখ।
৮৯। অপচয় অভিরোধ করিবার জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ অপচয় আরম্ভ হয়।
৯০। অন্যায়ভাবে লব্ধ কোন নিষেধাজ্ঞা দ্বারা ঘটিত কোন ক্ষতির নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ নিষেধাজ্ঞার অবসান হয়।
৯১। ক্ষতিপূরণের জন্য—		
(ক) কোন যথানির্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি, যাহা হারাইয়া গিয়াছে অথবা চুরি বা অসাধু আত্মসাৎ বা রূপান্তরণ দ্বারা অন্যায়ভাবে অর্জিত হইয়াছে, তাহা গ্রহণ বা আটক করিবার নিমিত্ত ;	তিন বৎসর	যখন ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার অধিকারী ব্যক্তি প্রথম জানিতে পারে উহা কাহার দখলে আছে।
(খ) অন্য কোন যথানির্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করিবার বা উহার ক্ষতি করিবার বা উহা অন্যায়ভাবে আটক করিবার কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গৃহীত হয় বা উহার ক্ষতি করা হয়, অথবা যখন ঐ আটককারীর দখল বিধি-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

মোকদ্দমার বর্ণনা	তামাদির সময়সীমা	যে সময় হইতে সময়সীমা চলিতে আরম্ভ করে
ভাগ ৮—ট্রাস্ট ও ট্রাস্ট সম্পত্তি সম্পর্কিত মোকদ্দমা		
৯২। ট্রাস্টরূপে স্বত্বান্তরিত বা উইল দ্বারা প্রদত্ত এবং পরবর্তীকালে ট্রাস্টী কর্তৃক কোন মূল্যবান প্রতিদানের বিনিময়ে হস্তান্তরিত স্থাবর সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধার করিবার জন্য।	বার বৎসর	যখন ঐ হস্তান্তর বাদীর জ্ঞানগোচর হয়।
৯৩। ট্রাস্টরূপে স্বত্বান্তরিত বা উইল দ্বারা প্রদত্ত এবং পরবর্তীকালে ট্রাস্টী কর্তৃক কোন মূল্যবান প্রতিদানের বিনিময়ে হস্তান্তরিত অস্থাবর সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধার করিবার জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ হস্তান্তর বাদীর জ্ঞানগোচর হয়।
৯৪। কোন হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধ ধর্মীয় বা দাতব্য উৎসর্জনের পরিচালক কর্তৃক কোন মূল্যবান প্রতিদানের বিনিময়ে কৃত তদন্তর্ভূত কোন স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর বাতিল করিবার জন্য।	বার বৎসর	যখন ঐ হস্তান্তর বাদীর জ্ঞানগোচর হয়।
৯৫। কোন হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধ ধর্মীয় বা দাতব্য উৎসর্জনের পরিচালক কর্তৃক কোন মূল্যবান প্রতিদানের বিনিময়ে কৃত তদন্তর্ভূত কোন অস্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর বাতিল করিবার জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ হস্তান্তর বাদীর জ্ঞানগোচর হয়।
৯৬। কোন হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধ ধর্মীয় বা দাতব্য উৎসর্জনের পরিচালক কর্তৃক ঐ উৎসর্জনের অন্তর্ভূত এরূপ কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারের জন্য যাহা কোন প্রাক্তন পরিচালক কর্তৃক কোন মূল্যবান প্রতিদানের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হইয়াছে।	বার বৎসর	হস্তান্তরদাতার মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের তারিখ অথবা উৎসর্জনের পরিচালকরূপে বাদীর নিয়োগের তারিখ, এতদুভয়ের মধ্যে যে তারিখ পরবর্তী।
ভাগ ৯—বিবিধ বিষয় সম্পর্কিত মোকদ্দমা		
৯৭। অগ্রক্রয়ের অধিকার বলবৎ করিবার জন্য, ঐ অধিকার বিধি বা সাধারণ প্রথা অথবা বিশেষ সংবিদা যাহার উপরই প্রতিষ্ঠিত হউক।	এক বৎসর	যে বিক্রয়ের অধিক্ষেপ করিতে চাওয়া হয় সেই বিক্রয় অনুযায়ী যখন ক্রেতা বিক্রীত সম্পত্তির সমগ্র বা অংশের বাস্তব দখল গ্রহণ করে, অথবা, যেক্ষেত্রে বিক্রয়ের বিষয়বস্তু ঐ সম্পত্তির সমগ্র বা অংশের বাস্তব দখল গ্রহণ করা সম্ভব করে না সেক্ষেত্রে যখন বিক্রয়ের সাধনপত্র রেজিস্ট্রিকৃত হয়।
৯৮। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫)-এর আদেশ ২১-এর [১][৬৩ নিয়ম বা ১০৩ নিয়মে উল্লিখিত কোন আদেশ] অথবা প্রেসিডেন্সি লঘুবাদ আদালত আইন, ১৮৮২ (১৮৮২-র ১৫)-র ধারা ২৮ অনুযায়ী কোন আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি কর্তৃক ঐ আদেশের অন্তর্ভূত সম্পত্তিতে যে যে অধিকার দাবি করে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য।	এক বৎসর	চূড়ান্ত আদেশের তারিখ।

[১]১৯৬৪-র ৫২ আইন, ৩ ধারা ও দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "৬৩ নিয়ম বা ১০৩ নিয়ম অনুযায়ী"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

মোকদ্দমার বর্ণনা	আমাদির সময়সীমা	যে সময় হইতে সময়সীমা চলিতে আরম্ভ করে
৯৯। কোন দেওয়ানী বা রাজস্ব আদালত কর্তৃক কৃত কোন বিক্রয় অথবা সরকারি রাজস্বের বকেয়ার জন্য বা ঐরূপ বকেয়া হিসাবে আদায়যোগ্য কোন দাবির জন্য কোন বিক্রয় বাতিল করিবার জন্য।	এক বৎসর	যখন ঐ বিক্রয় সংস্বীকৃত হয় অথবা, ঐরূপ কোন মোকদ্দমা আনীত না হইয়া থাকিলে, যখন উহা অন্যথা চূড়ান্ত ও নিশ্চায়ক হইত।
১০০। মোকদ্দমা ভিন্ন অন্য কোন কার্যবাহে প্রদত্ত কোন দেওয়ানী আদালতের সিদ্ধান্ত বা আদেশ, অথবা সরকারের কোন আধিকারিকে স্বীয় পদ-সামর্থ্যে কৃত কোন কার্য বা আদেশ, পরিবর্তন বা বাতিল করিবার জন্য।	এক বৎসর	আদালত কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের তারিখ অথবা, স্থলবিশেষে, আধিকারিকের কার্য বা আদেশের তারিখ।
১০১। কোন বিদেশী রায় সমেত, কোন রায়ের উপর অথবা কোন মুচলেকার উপর।	তিন বৎসর	রায় বা মুচলেকার তারিখ।
১০২। এরূপ সম্পত্তির জন্য, যাহা বাদী উন্মাদ থাকা কালে স্বত্বান্তরিত করিয়াছে।	তিন বৎসর	যখন বাদী প্রকৃতিস্থ হয় এবং ঐ স্বত্বান্তরণ জ্ঞাত হয়।
১০৩। কোন প্রয়াত ট্রাস্টীর সাধারণ এস্টেট হইতে, ট্রাস্ট ভঙ্গের ফলে ঘটিত ক্ষতি পরিপূরণ করিবার জন্য।	তিন বৎসর	ট্রাস্টীর মৃত্যুর তারিখ অথবা, ক্ষতি তখনও ঘটিয়া না থাকিলে, ক্ষতির তারিখ।
১০৪। পর্যায়কালিক আবর্ত্তক কোন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য।	তিন বৎসর	যখন বাদীকে প্রথম ঐ অধিকারের উপভোগ করিতে দিতে অস্বীকার করা হয়।
১০৫। কোন হিন্দু কর্তৃক, ভরণপোষণের বকেয়ার জন্য।	তিন বৎসর	যখন ঐ বকেয়া প্রদেয় হয়।
১০৬। কোন নিষ্পাদকের বা প্রশাসকের অথবা এস্টেট বণ্টন করিবার কর্তব্যের বৈধভাবে ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, কোন উত্তর দায়ের জন্য বা কোন উইলকর্তা কর্তৃক উইল দ্বারা প্রদত্ত কোন অবশিষ্টের কোন অংশের জন্য অথবা কোন উইলবিহীনের সম্পত্তির কোন বণ্টনীয় অংশের জন্য।	বার বৎসর	যখন ঐ উত্তরদায় বা অংশ প্রদেয় বা অর্পণীয় হয়।
১০৭। কোন বংশানুক্রমিক পদ দখলের জন্য। *ব্যাখ্যা।*—কোন বংশানুক্রমিক পদের দখল তখন লওয়া হয়, যখন উহার সম্পত্তিসমূহ সাধারণতঃ গৃহীত হয়, অথবা (কোন সম্পত্তি না থাকিলে) যখন উহার কর্তব্যসমূহ সাধারণতঃ সম্পাদিত হয়।	বার বৎসর	যখন প্রতিবাদী বাদীর প্রতিকূলে ঐ পদের দখল গ্রহণ করে।
১০৮। কোন হিন্দু বা মুসলমান স্ত্রীলোক কর্তৃক কৃত ভূমির পরকীকরণ, তাহার জীবিতকালের জন্য ভিন্ন অথবা তাহার পুনর্বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত ভিন্ন বাতিল বলিয়া ঘোষিত করাইবার জন্য, ঐ স্ত্রীলোকের জীবৎকালে এরূপ কোন হিন্দু বা মুসলমান কর্তৃক মোকদ্দমা, যে ঐ স্ত্রীলোক মোকদ্দমা দায়ের করিবার তারিখে মৃত হইলে, ঐ ভূমির দখল পাইবার অধিকারী হইত।	বার বৎসর	ঐ পরকীকরণের তারিখ।

মোকদ্দমার বর্ণনা	তামাদির সময়সীমা	যে সময় হইতে সময়সীমা চলিতে আরম্ভ করে
১০৯। মিতাক্ষরা বিধি দ্বারা শাসিত কোন হিন্দু কর্তৃক তাহার পিতার দ্বারা কৃত পূর্বপুরুষাগত সম্পত্তির পরকীকরণ রদ করিবার জন্য।	বার বৎসর	যখন পরকীকরণগ্রহীতা সম্পত্তির দখল গ্রহণ করে।
১১০। যৌথ পরিবারের সম্পত্তি হইতে বহিষ্কৃত কোন ব্যক্তি কর্তৃক ঐ সম্পত্তিতে অংশ পাইবার অধিকার বলবৎ করিবার জন্য।	বার বৎসর	যখন বহিষ্করণ বাদীর জ্ঞানগোচর হয়।
১১১। কোন স্থানীয় প্রাধিকার কর্তৃক বা তৎপক্ষে এরূপ কোন সার্বজনিক রাস্তা বা সড়কের বা উহার কোন অংশের দখলের জন্য, যাহা হইতে ঐ প্রাধিকার দখলচ্যুত হইয়াছেন বা যাহা দখল করিতে ঐ প্রাধিকার নিবৃত্ত হইয়াছেন।	ত্রিশ বৎসর	ঐ দখলচ্যুতির বা নিবৃত্তির তারিখ।
১১২। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অথবা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সরকার সমেত যে কোন রাজ্য সরকার কর্তৃক, বা তৎপক্ষে, (স্বীয় আদিম ক্ষেত্রাধিকারের প্রয়োগে সুপ্রীম কোর্টের সমক্ষে মোকদ্দমা ব্যতীত) কোন মোকদ্দমা।	ত্রিশ বৎসর	কোন বেসরকারী ব্যক্তি কর্তৃক কোন অনুরূপ মোকদ্দমার ক্ষেত্রে যখন এই আইন অনুযায়ী তামাদির সময়সীমা চলিতে আরম্ভ করিত।

ভাগ ১০—মোকদ্দমা, যাহাদের জন্য কোন বিহিত সময়সীমা নাই

১১৩। কোন মোকদ্দমা, যাহার জন্য কোনও তামাদির সময়সীমা এই তফসিলে অন্যত্র ব্যবস্থিত হয় নাই।	তিন বৎসর	যখন মোকদ্দমা করিবার অধিকার উপচিত হয়।

দ্বিতীয় বিভাগ—আপীল

আপিলের বর্ণনা	তামাদির সময়সীমা	যে সময় হইতে সময়সীমা চলিতে আরম্ভ করে
১১৪। দোষমুক্তির আদেশ হইতে আপীল—		
(ক) ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ (১৮৯৮-এর ৫)-এর ৪১৭ ধারার (১) উপধারা বা (চ) উপধারা অনুযায়ী,	নব্বই দিন	যে আদেশ হইতে আপীল করা হইয়াছে তাহার তারিখ।
(খ) ঐ সংহিতার ৪১৭ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী।	ত্রিশ দিন	বিশেষ অনুমতি মঞ্জুরির তারিখ।

আপিলের বর্ণনা	তামাদির সময়সীমা	যে সময় হইতে সময়সীমা চলিতে আরম্ভ করে
১১৫। ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ (১৮৯৮-এর ৫) অনুযায়ী—		
(ক) কোন দায়রা আদালত কর্তৃক অথবা স্বীয় আদিম ফৌজদারী ক্ষেত্রাধিকারের প্রয়োগে কোন হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যু দণ্ডাদেশ হইতে ;	ত্রিশ দিন	ঐ দণ্ডাদেশের তারিখ।
(খ) অন্য কোন দণ্ডাদেশ হইতে অথবা কোন দোষমুক্তির আদেশ নহে এরূপ যেকোন আদেশ হইতে—		
(i) হাইকোর্টে,	ষাট দিন	দণ্ডাদেশ বা আদেশের তারিখ।
(ii) অন্য কোন আদালতে।	ত্রিশ দিন	দণ্ডাদেশ বা আদেশের তারিখ।
১১৬। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫) অনুযায়ী—		
(ক) কোন হাইকোর্টে, কোন ডিক্রি বা আদেশ হইতে ;	নব্বই দিন	ডিক্রি বা আদেশের তারিখ।
(খ) কোন আদালতে, কোন ডিক্রি বা আদেশ হইতে।	ত্রিশ দিন	ডিক্রি বা আদেশের তারিখ।
১১৭। কোন হাইকোর্টের কোন ডিক্রি বা আদেশ হইতে সেই একই আদালতে।	ত্রিশ দিন	ডিক্রি বা আদেশের তারিখ।

তৃতীয় বিভাগ—আবেদন

আবেদনের বর্ণনা	তামাদির সময়সীমা	যে সময় হইতে সময়সীমা চলিতে আরম্ভ করে
ভাগ ১—বিনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আবেদন		
১১৮। সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কোন মোকদ্দমায় উপস্থিত হইয়া প্রতিরক্ষা করিবার অনুমতির জন্য।	দশ দিন	যখন সমন জারি হয়।
১১৯। সালিশী আইন, ১৯৪০ (১৯৪০-এর ১০) অনুযায়ী—		
(ক) আদালতে কোন রোয়েদাদ নথিভুক্ত করিবার জন্য ;	ত্রিশ দিন	রোয়েদাদ প্রদত্ত হইবার নোটিস জারির তারিখ।
(খ) কোন রোয়েদাদ রদ করিবার জন্য অথবা কোন রোয়েদাদ পুনর্বিবেচনার্থে প্রেরণের জন্য।	ত্রিশ দিন	রোয়েদাদ নথিভুক্ত হইবার নোটিস জারির তারিখ।
১২০। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫) অনুযায়ী কোন প্রয়াত বাদী বা আপীলকারীর অথবা কোন প্রয়াত প্রতিবাদী বা উত্তরবাদীর বৈধ প্রতিনিধিকে পক্ষ করাইবার জন্য।	নব্বই দিন	বাদী বা স্থলবিশেষে, আপীলকারী প্রতিবাদী বা উত্তর-বাদীর মৃত্যুর তারিখ।

আবেদনের বর্ণনা	তামাদির সময়সীমা	যে সময় হইতে সময়সীমা চলিতে আরম্ভ করে
১২১। ঐ একই সংহিতা অনুযায়ী কোন উপশমন রদ করিবার আদেশের জন্য।	ষাট দিন	উপশমনের তারিখ।
১২২। উপস্থিতির ব্যত্যয়ের দরুন অথবা অগ্রসারণের অভাবের দরুন অথবা পরোয়ানা জারির খরচা দিবার বা খরচার জন্য প্রতিভূতি প্রদানের ব্যর্থতার দরুন খারিজকৃত কোন মোকদ্দমা বা আপীল, অথবা কোন পুনর্বিলোকন বা পুনরীক্ষণের আবেদনে পুনঃস্থাপিত করিবার জন্য।	ত্রিশ দিন	খারিজকরণের তারিখ।
১২৩। এক তরফা প্রদত্ত কোন ডিক্রি রদ করিবার জন্য, অথবা এক তরফা ডিক্রি-কৃত বা শুনানীকৃত কোন আপীল পুনঃ শুনানীর জন্য। *ব্যাখ্যা।*—এই অনুচ্ছেদের প্রয়োজনার্থে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫)-এর আদেশ ৫-এ নিয়ম ২০ অনুযায়ী প্রতিস্থাপিত জারি যথাযথ জারি বলিয়া গণ্য হইবে না।	ত্রিশ দিন	ডিক্রির তারিখ অথবা যেক্ষেত্রে সমন বা নোটিস যথাযথভাবে জারি হয় নাই, সেক্ষেত্রে, যখন ডিক্রি আবেদনকারীর জ্ঞানগোচর হয়।
১২৪। সুপ্রীম কোর্ট ভিন্ন অন্য কোন আদালতের রায়ের পুনর্বিলোকনের জন্য।	ত্রিশ দিন	ডিক্রি বা আদেশের তারিখ।
১২৫। কোন ডিক্রির সমন্বয়ন বা পরিতুষ্টি অভিলিখিত করাইবার জন্য।	ত্রিশ দিন	যখন অর্থপ্রদান বা সমন্বয়নকৃত হয়।
১২৬। কোন ডিক্রির অর্থ কিস্তিতে প্রদান করাইবার জন্য।	ত্রিশ দিন	ডিক্রির তারিখ।
১২৭। কোন ডিক্রি নিষ্পাদনে কৃত বিক্রয় রদ করিবার জন্য আবেদন, কোন নির্ণীত-অধমর্ণের ঐরূপ কোন আবেদনও যাহার অন্তর্ভুক্ত।	[১][ষাট দিন]	বিক্রয়ের তারিখ।
১২৮। স্থাবর সম্পত্তি হইতে যে দখলচ্যুত এবং ডিক্রিধারীর বা ডিক্রির নিষ্পাদনে কৃত বিক্রয়ে ক্রেতার অধিকার লইয়া বিবাদকারী সেই ব্যক্তি কর্তৃক দখলের জন্য।	ত্রিশ দিন	দখলচ্যুতির তারিখ।
১২৯। ডিক্রি কৃত বা ডিক্রি নিষ্পাদনে বিক্রীত স্থাবর সম্পত্তির দখল অর্পণে প্রতিরোধ বা বাধা দূরীকরণের পর দখলের জন্য।	ত্রিশ দিন	প্রতিরোধ বা বাধার তারিখ।
১৩০। সঙ্গতিহীন ব্যক্তিরূপে আপীল করিবার অনুমতির জন্য—		
(ক) হাইকোর্টের নিকট,	ষাট দিন	যে ডিক্রি হইতে আপীল করা হইয়াছে উহার তারিখ।
(খ) অন্য কোন আদালতের নিকট।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রি হইতে আপীল করা হইয়াছে উহার তারিখ।
১৩১। কোনও আদালতের নিকট, দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫) বা ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ (১৮৯৮-এর ৫) অনুযায়ী ঐ আদালতের পুনরীক্ষণের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য।	নব্বই দিন	যে ডিক্রি বা আদেশ বা দণ্ডাদেশের পুনরীক্ষণ চাওয়া হয় উহার তারিখ।

[১]১৯৭৬-এর ১০৪ আইন, ৯৮ ধারা দ্বারা "ত্রিশ দিন" এই শব্দসমূহের স্থলে প্রতিস্থাপিত, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ হইতে বলবৎ।

আবেদনের বর্ণনা	তামাদির সময়সীমা	যে সময় হইতে সময়সীমা চলিতে আরম্ভ করে
১৩২। হাইকোর্টের নিকট, সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণ, ১৩৩ অনুচ্ছেদ, বা ১৩৪ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণের (গ) উপপ্রকরণ অনুযায়ী অথবা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধি অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের নিকট আপীল করিবার উপযুক্ত বলিয়া শংসাপত্রের জন্য।	ষাট দিন	ডিক্রি বা [illegible] বা দণ্ডাদেশের তারিখ।
১৩৩। সুপ্রীম কোর্টের নিকট, আপীল করণার্থ বিশেষ অনুমতির জন্য,—		
(ক) মৃত্যু দণ্ডাদেশ জড়িত কোন মামলায়,	ষাট দিন	রায়, চূড়ান্ত আদেশ বা দণ্ডাদেশের তারিখ।
(খ) আপীল করিবার অনুমতি হাইকোর্ট কর্তৃক অস্বীকৃত হইয়াছে এরূপ কোন মামলায়,	ষাট দিন	অস্বীকৃতির আদেশের তারিখ।
(গ) অন্য যেকোন মামলায়।	নব্বই দিন	রায় বা আদেশের তারিখ।
১৩৪। কোন ডিক্রি নিষ্পাদনে কৃত বিক্রয়ে স্থাবর সম্পত্তির কোন ক্রেতা কর্তৃক, দখল অর্পণের জন্য।	এক বৎসর	যখন বিক্রয় নির্ব্যূঢ় হয়।
১৩৫। আজ্ঞাপক আদেশাজ্ঞা প্রদায়ী কোন ডিক্রি বলবৎ করিবার জন্য।	তিন বৎসর	ডিক্রির তারিখ অথবা যেক্ষেত্রে পালনের জন্য কোন তারিখ স্থিরীকৃত হয় সেক্ষেত্রে সেই তারিখ।
১৩৬। কোন দেওয়ানী আদালতের (আজ্ঞাপক আদেশাজ্ঞা প্রদায়ী কোন ডিক্রি ভিন্ন) কোন ডিক্রির বা কোন আদেশের নিষ্পাদনের জন্য।	বার বৎসর	[1][যখন] ঐ ডিক্রি বা আদেশ বলবৎকরণীয় হয় অথবা, যেক্ষেত্রে ঐ ডিক্রি বা কোন তৎপরবর্তী আদেশ কোন অর্থের প্রদান বা কোন সম্পত্তির অর্পণ কোন নির্দিষ্ট তারিখে বা আবর্তক সময়সীমা নির্দেশ দেয় সেক্ষেত্রে, যখন অর্থপ্রদানের বা সেই অর্পণের ব্যত্যয় ঘটে যাহার নিষ্পাদন চাওয়া হয় ঃ তবে, নিরবচ্ছিন্ন আদেশাজ্ঞা প্রদায়ী কোন ডিক্রির বলবৎকরণ বা নিষ্পাদনের জন্য কোন আবেদন কোনও তামাদির সময়সীমার অধীন হইবে না।

ভাগ ২—অন্যান্য আবেদন

১৩৭। অন্য যেকোন আবেদন, যাহার জন্য কোন তামাদির সময়সীমা এই বিভাগে অন্যত্র ব্যবস্থিত হয় নাই।	তিন বৎসর	যখন আবেদন করিবার অধিকার উদ্ভূত হয়।

[1]১৯৬৪-র ৫২ আইন, ৩ ধারা ও দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "যেক্ষেত্রে"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

দি লিমিটেশন অ্যাক্ট, ১৯৬৩ (১৯৬৩-র ৩৬)-র উপরোক্ত বঙ্গানুবাদ, প্রাধিকৃত পাঠ (কেন্দ্রীয় বিধি) আইন, ১৯৭৩-এর ২ ধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রাধিকৃত হইয়াছে।

সচিব,
ভারত সরকার।

The above translation in Bengali of the Limitation Act, 1963 (36 of 1963) has been authorised by the President to be published in the *Official Gazette* under Clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973.

Secretary,
Government of India.